CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-319 ■ 29 August, 2025 ■ আগরতলা ২৯ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১২ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দারভাঙ্গায় সভা ঘিরে বিতর্কের ঝড়

মোদী ও তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে বিরোধীদের অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব বিজেপি

দারভাঙ্গা, ২৮ আগস্ট ।। বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দারভাঙ্গার একটি সভাকে ঘিরে। কংগ্রেসের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-র মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর প্রয়াত মাতা হীরাবেনকে নিয়ে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর এই বিতর্কের সূত্রপাত। ভিডিওতে দেখা যায়, কিছু কংগ্রেস কর্মী মঞ্চ থেকে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করছেন, যদিও ওই সময় মঞ্চে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব উপস্থিত ছিলেন না। পটভূমিতে তাঁদের পোস্টার থাকলেও অভিযোগ ওঠে, স্থানীয় কংগ্রেস নেতা নওশাদের সমর্থকরা তাঁর নাম জপ করে এই কটূক্তি চালান। যদিও নওশাদ পরবর্তীতে একটি সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, তিনি সেই সময় রাহুল গান্ধীর সঙ্গে মুজাফফরপুরের সভার উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলেন। তবুও যেহেতু অনুষ্ঠান তাঁদের তরফ থেকে সংগঠিত হয়েছিল, তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "আমরা এমন কাজ সমর্থন করি না, তবুও দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে আমি ক্ষমা চাইছি।"

অন্যদিকে বিজেপি এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। বিজেপি মুখপাত্র নীরজ কুমার রাহুল গান্ধীকে সরাসরি উদ্দেশ্য করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর প্রয়াত মাতাশ্রীর বিরুদ্ধে মঞ্চ থেকে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। জাতির কাছে আপনাকে ক্ষমা চাইতেই হবে, বিহারের মানুষ কখনও এই অপমান ক্ষমা করবে না।" বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এক্স (ভ)-এ পোস্ট করে লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদীজির প্রয়াত মাতাশ্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য শুধু তাঁকেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে অপমান করেছে। বিহারের মানুষ এর উপযুক্ত জবাব দেবে।"

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার নেতারাও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ফেসবুকে লেখেন, "রাজনীতিতে এ ধরনের নোংরামির কোনও স্থান নেই। রাহুল গান্ধী ও তেজস্বী যাদবকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতেই হবে।" বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, "ভারতের রাজনীতিতে এর আগে এমন নীচতা দেখা যায়নি। হাজারবার ক্ষমা চাইলেও বিহারের মানুষ তাঁদের ক্ষমা করবে না।" মন্ত্রী রতনলাল নাথ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "বিহারের মানুষ মর্য্যাদা ও সম্মানে বিশ্বাসী। তাঁরা এই লজ্জাজনক মন্তব্যকে কখনও ক্ষমা করবে না।" মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ও ফেসবুকে লেখেন, "প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মাতাশ্রীকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করা মানে রাজনৈতিক হীন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এই পরিবারবাদী নেতাদের বিহারের মানুষ উপযুক্ত জবাব দেবে।"

ঘটনার পর কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে যে তারা এমন ভাষাকে সমর্থন করে না এবং এই ধরনের মন্তব্য নিন্দনীয়। তবুও বিজেপি সরাসরি রাহুল গান্ধীর কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন নির্বাচনের আগে এই ঘটনা বিহারের নির্বাচনী সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে এবং গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স বনাম এনডিএর লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে।

এদিকে, বিহারের দারভাঙ্গায় কংগ্রেস ও আরজেডি'র এক যৌথ রাজনৈতিক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে অশালীন ভাষার ব্যবহার নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে জাতীয় রাজনীতি। এ বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র অমিত শাহ। তিনি সরাসরি এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন এবং এই ঘটনাকে ভারতের গণতন্ত্রের উপর এক কলঙ্ক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

অমিত শাহ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "কংগ্রেস ও আরজেডির মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীজি এবং তাঁর প্রয়াত মাতাজির বিরুদ্ধে যেভাবে অশালীন ও নিন্দনীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণই নয়, বরং আমাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রকেও কলুষিত করেছে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের রাজনীতি আজ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, নরেন্দ্র মোদী একজন দরিদ্র মায়ের সন্তান হয়েও বিগত ১১ বছর ধরে ভারতের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপুল অর্থ পাচারের অভিযোগ

রাজ্যে ইডির ব্যাপক তল্লাশি, ২০০ কোটির বেশি জালিয়াতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। *অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় ত্রিপুরা, দিল্লি, হরিয়ানা ও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আগরতলা সাব-জোনাল অফিস। গত ২৬ আগস্ট এই অভিযান চালানো হয়েছিল। ত্রিপুরার বাসিন্দা উৎপল কুমার চৌধুরীর বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের অংশ হিসাবে এই তল্লাশি চালানো হয়েছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি এই তদন্ত শুরু করে। তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, উৎপল চৌধুরী 'ডিরেক্টরেট অব হায়ার এডুকেশন ত্রিপুরা', 'ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কোম্পানি', 'ডিরেক্টরেট অব অ্যাপারেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি নামের ভুয়ো সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন, যেগুলির নাম সরকারি দপ্তর বা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস সঙ্গে মিলে যায়। এই ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করে অর্থ বিনিয়োগ করান এবং নিজেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক পরিচয় দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে প্রতারণা করেন। ইডি তদন্তে আরও জেনেছে, শিক্ষার্থী পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এবং "মিড-ডে মিল" প্রকল্পের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নামে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। এছাড়াও তিনি 'চালতাখালি স্বামীজি সেবা সংঘ' নামে একটি এনজিও-র দখল নেন, যেটি বৈদেশিক অবদান নিয়ন্ত্রণ আইনের(এফসিআরএ) আওতায় নিবন্ধিত। বিভিন্ন ভুয়ো ব্যবসার আড়ালে ওই সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তিনি প্রায় ২০০ কোটির বেশি টাকার অর্থপাচার করেছেন।*

অভিযোগ, ত্রিপুরা ও অন্য রাজ্যগুলিতে রাবারের ভুয়ো ব্যবসার নামে শুধুমাত্র কাগজে-কলমে আর্থিক লেনদেন দেখানো হতো, বাস্তবে কোনও বিক্রয় বা পরিবহণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ অন্য রাজ্যের ভুয়ো প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থানান্তরিত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে নগদে অর্থ তোলা হয়। ইডির তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে একাধিক জাল সীলমোহর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দপ্তরের গাফিলতিতে নদী গর্ভে রাস্তা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। *প্রশাসনিক গাফিলতির জেরে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটল কুমারঘাট শহরের প্রাণকেন্দ্রে। আজ, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ দেওহাট থেকে পুরাতন শিবথলি যাওয়ার মূল সড়কটি হঠাৎ করেই নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলে মুহূর্তে গোটা এলাকার সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।*

স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০২৩ সালে দেও নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই সড়কে প্রথম ফাটল দেখা দেয়। তখন থেকেই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন বাসিন্দারা। কিন্তু দপ্তরের উদাসীনতার কারণে কোনো স্থায়ী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। গত বছর কিছুটা সংস্কারের কাজ হলেও তা ছিলো নিম্নমানের। এর জেরেই মাত্র এক বছরের মধ্যেই ফের নদীগর্ভে চলে গেল এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ জীবিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

৮০টি আইএফসি চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। লাখপতি দিদির ক্ষেত্রে ৯৫ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে ত্রিপুরা। পাশাপাশি রাজ্যে গ্রামীণ জীবিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগ আজ আগরতলায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার বিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এধরণের জাতীয় কার্যক্রমের আয়োজন ত্রিপুরার জন্য খুবই গর্বের বিষয়। কৃষি ক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির জীবন রেখা। তিনি বলেন, জীবন জীবিকা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, বিশেষ করে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য দীনদয়াল অন্ত্যদয় যোজনা - জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনে ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার (আইএফসি) কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় আমরা ইতিমধ্যে ৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৮০টি ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার (আইএফসি) চালু করে কার্যক্রম শুরু করেছি। এগুলি সম্পূর্ণতা অভিযান সম্মান সমারোহে ২ আগস্ট, ২০২৫ এ সূচনা করা হয়েছে। এই সংহত কৃষি ক্লাস্টারের মূল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন নিয়ে

বিরোধীরা জেগে ঘুমায়, তাদের ঘুম ভাঙানো অসম্ভব ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। সদ্য সমাপ্ত সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন থেকে ফিরে রাজ্যে এসেই বিরোধীদের একহাত নিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। কারণ, এবারও বিরোধীরা একাধিক ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষ কার্যত অচল করে রেখেছিলেন। তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবের কটাক্ষ, বিরোধীরা জেগে ঘুমায়, তাঁদের ঘুম ভাঙ্গানো অসম্ভব। মূলত, বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং ৩০ দিন জেলে গেলেই মন্ত্রীত্ব খোয়ানোর বিল বিরোধীরা সংসদে তুমুল হৈ হট্টগোল করেছেন। তাঁরই জবাবে বিপ্লবের বিদ্রুপ রাজনৈতিক মহলে নতুন চর্চার বিষয় হয়েছে।

পাশাপাশি এদিন তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, বিহারের সাধারণ নাগরিক পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরই আস্থা রাখবেন। কারণ, গতকাল রাহুল ও তেজস্বীর র‍্যালিতে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিনের উপস্থিতি তাঁদের রাজনৈতিক দেওলিয়াপনার পরিচয় দিয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির

অভিযোগ এবং বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে দেশ জুড়ে বিরোধীরা বাজার গরম করে রেখেছেন। তাঁর আঁচ সংসদ অধিবেশনেও পড়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, নির্বাচন কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধীরা সংসদে আলোচনা চাইছেন। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, স্বশাসিত সংস্থার সিদ্ধান্তের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জবাব দেবেন, সেই সহজ প্রশ্নই বিরোধীরা বুঝতে চাইছেন না। সাথে তিনি যোগ করেন, নির্বাচন কমিশন বিরোধীদের প্রতিনিধি দলকে আলোচনার জন্য ডেকেছিল। তাঁরা সেখানে যাওয়ার বদলে দিল্লির রাজপথে আন্দোলনের নামে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তাঁর কটাক্ষ, দুই পা হাটতে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁরাই জনগণের জন্য লড়াইয়ের হুঙ্কার দেন।

বিপ্লবের কথায়, বিরোধীদের কাছে ইস্যু নেই, তাই অযথা সংসদ অধিবেশন অচল করে রাখার ফন্দি করেছিলেন। অবশ্য, তাতে তাঁরা বিশেষ সফল হতে পারেননি। কারণ, বিরোধীদের হৈ হট্টগোলের মাঝেই কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থে উত্থাপিত বিল পাস করিয়েছে। তিনি বলেন, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিরোধীরা আলোচনা চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তীক্ষ্ণ জবাব তাঁদের শরীরে সিঁদুর মেখে দিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, বিরোধীরা জেগে ঘুমায়, তাই তাঁদের ঘুম ভাঙ্গানো সম্ভব নয়।

এদিন তিনি বিহার নির্বাচন নিয়েও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিহার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে নৃপেনের অবদান অস্বীকারের উপায় নেয় ঃ মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ আগস্ট।। ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। সিপিআইএম দলকে সংগঠিত করে রাজ্যের ক্ষমতার আসনে বসাতে তিনি দীর্ঘ লড়াই করেছিলেন। অথচ বয়সের ভারে নুয়ে পড়ার পর দলই তাঁকে ভুলে গিয়েছিল অভিযোগ করেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা।

তাঁর বক্তব্য, "যে নেতা আজীবন সিপিআইএমকে শক্ত ভিত গড়ে দিয়েছিলেন, তাঁকেই দল শেষ জীবনে মানসিক ভারসাম্যহীন আখ্যা দিয়েছিল। এটিই প্রমাণ করে, বামপন্থী দলের কাছে প্রবীণ নেতাদের কোনো সম্মান নেই।" মন্ত্রী আরও বলেন, এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায় বিজেপির মধ্যে। বিজেপি একমাত্র দল, যেখানে প্রবীণ কার্যকর্তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। তাদের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো হয়। কারণ, তারাই একসময় দলের ভিত শক্ত করতে অবদান রেখেছিলেন এবং ত্রিপুরায় কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন।এই আদর্শকে সামনে রেখেই বুধবার রাতে ব্রহ্মছড়া এলাকায় বিজেপির প্রবীণ কার্যকর্তা তপন ভদ্রের বাড়িতে পৌঁছান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বার্ধক্য জনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। মন্ত্রী সঙ্গে ছিলেন দলের মণ্ডল সহ-সভাপতি গোপাল দাস ও অন্যান্য কার্যকর্তারা। উনার বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি মন্ত্রী আশ্বাস দেন, বিজেপি দল তার প্রবীণ সৈনিকদের কখনো একা ফেলে রাখবে না।বিকাশ দেববর্মার কথায়"প্রবীণ নেতাদের প্রতি সম্মান দেখানোই বিজেপির প্রকৃত শক্তি। তাঁদের আদর্শ ও ত্যাগ থেকেই বর্তমান প্রজন্মের কর্মীরা অনুপ্রেরণা পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।"

স্মার্ট মিটার না লাগানোর জেরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। *গত দুইদিন ধরে গোটা গ্রামে জল নেই, কিন্তু প্রশাসনের কোনো খবর নেই। হরিশনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্ডাপাড়ার চা শ্রমিকদের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়েছে মধুপুর বিদ্যুৎ অফিস।*

অভিযোগ, বুধবার সকালে নিগম কর্তারা এসে নাকি প্রথমে স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি শ্রমিকরা। তারপর নাকি বলেন অনেকদিন আগের বিদ্যুৎ বকেয়া আছে। এসব বলে বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়ে যায়। আবার কয়েকটি বাড়িতেও নাকি হুক লাইনও পাওয়া গিয়েছে।

সবচাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় জলের মেশিনটি পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। জলের মেশিনের লাইনটি সম্পূর্ণই আলাদা, এটি প্রিপেইড মিটারে চলে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা হল মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ঃ মন্ত্রী রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তবে তারা শুধু ভালো ছাত্র-ছাত্রী হলেই হবে না, পাশাপাশি ভালো মানুষও হতে হবে। আজ শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত শ্রী শ্রী এডুফেস্ট ২০২৫ — উদ্ভাবনাম ৩.০ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই কথা বলেন বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। অনুষ্ঠানে তিনি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

মন্ত্রী বলেন শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর হলেন শান্তি, সহমর্মিতা ও প্রজ্ঞার জীবন্ত প্রতীক। উনার শিক্ষা, মানবকল্যাণমূলক কাজ ও বিশ্বশান্তির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অসংখ্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি সবসময় শেখান যে আধ্যাত্মিকতা জীবনের বাইরে নয়বরং জীবনকে আনন্দময়, পূর্ণতা ও দায়িত্বের সঙ্গে যাপনের শিল্প। মানবিক মূল্যবোধই সমাজের ভিত, আর শিক্ষা, প্রশাসন ও অগ্রগতি তার ভিত্তি হওয়া উচিত সহমর্মিতা ও নৈতিকতায়।"

মন্ত্রী আরও বলেন শিক্ষা মানে কেবল তথ্য আহরণ নয়, বরং আমাদের ভেতরের মানবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলা। এবারের এডুফেস্টের মূল প্রতিপাদ্য 'উদ্ভাবনম', যার অর্থ বুদ্ধি, কৌতূহল ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করা।"

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নির্ধারিত হয়। আজ আমরা হয়তো দায়িত্বে আছি, কিন্তু আগামী দিনে দেশের নেতৃত্বে থাকবে তোমরাই। জ্ঞানই একটি দেশের প্রকৃত সম্পদ, আর যত বেশি জ্ঞানসমৃদ্ধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার, ধৃত পাঁচ চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট।। চুরি যাওয়া বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার সহ পাঁচ কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার নমিত পাঠক।

পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে বনমালীপুর ও প্রতাপগড়, ত্রিনাথ মন্দিরে চোরের দল হানা দিয়েছিল। চোরের দল সব স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ টাকা নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ চোরকে আটক করে পুলিশ।তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চুরি করার বিষয়টি স্বীকার করেন। তাঁদের কাছ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২৯ আগস্ট, ২০২৫ ইং
১২ ভাদ্র, শুক্রবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মেয়েরা বঞ্চিত অবহেলিত

সমাজ ব্যবস্থায় এখনো মেয়েরা নানা দিক দিয়া বঞ্চিত অবহেলিত। অনাদরে অবহেলায় বহু কন্যা সন্তান হারাইয়া যাইতেছে। ভ্রুণ হত্যা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইলেও নানা কৌশলে কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। তাহার বড় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সমাজের একটি অংশ তাহাদের প্রতি অবহেলা চালাইয়া যাইতেছে। কন্যা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই অনিহা পরিলক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে।পৌনে তিন লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ ২০১৮ সাল থেকে। এই পরিসংখ্যান চমকাইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লোকসভায় এক পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরেন। সেখানে তিনি কত শিশু নিখোঁজ, কতজনকে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার পরিসংখ্যান দেন।স্মৃতি ইরানির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে ২.৭৫ লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২.৪ লক্ষেরও বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি লোকসভায় জানান, কর্নাটকে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রহিয়াছে। নিখোঁজদের মধ্যে ২.১২ লক্ষেরও বেশি শিশু ছিল মেয়ে, যাহা ছেলেদের সংখ্যা ৬২ হাজারের সাড়ে তিনগুণেরও বেশি। কর্নাটকে ২৭ হাজারেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। লোকসভায় হিসাবে বিজেপি সাংসদ ব্রিজেন্দ্র সিং যে পরিসংখ্যান দেন, তাহা হইল-২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে নিখোঁজ হওয়া শিশুর সংখ্যা। মোট নিখোঁজ শিশুদের সংখ্যা ছিল ২,৭৫,১২৫ জন। তাহার মধ্যে ২,১২,৮২৫ জন মেয়ে। ৬২,৬৩৭ জন ছেলে। শীর্ষে আছে মধ্যপ্রদেশ। এখানে ৬১,১০২ জন নিখোঁজ শিশু। তাহার মধ্যে ৪৯,০২৪ জন মেয়ে ও ১২,০৭৫ জন ছেলে নিখোঁজ। এর পরে রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে ৪৯,১২৯ জন নিখোঁজ শিশু রহিয়াছে। যাহার মধ্যে ৪১,৮০৮ জন নিখোঁজ মেয়ে এবং ৭,৩১১ জন নিখোঁজ ছেলে রহিয়াছে। কর্নাটকে ২৭,৫৩৮ জন নিখোঁজ, তালিকায় তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার রাজ্য। নিখোঁজদের মধ্যে ১৮,৮৯৩ জন মেয়ে এবং ৮,৬৩২ জন ছেলে নিখোঁজ হইয়াছে।' তাহাদের মধ্যে পুনরুদ্ধারে এগিয়ে মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশে ৫৬,৯৬২ জন শিশু উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৫,১০৮ জন মেয়ে এবং ১১,৮৫০ জন ছেলে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৫,৬৩৪ পুনরুদ্ধারের মধ্যে ৩৫,৮০২ জন মেয়ে এবং ৯৮১১ জন ছেলে রহিয়াছে। আর কর্নাটরে ২১,৮১৭ জন পুনরুদ্ধারের মধ্যে ১৪,৬৪৯ জন ছেলে এবং ৭১৬৩ মেয়ে রহিয়াছে। ট্র্যাকচাইল্ড নামে একটি পোর্টাল রহিয়াছে। সেখানে "খোয়া-পায়া" নামে একটি মডিউল রহিয়াছে। সেখানে যেকোন নাগরিক নিখোঁজ বা খোঁজ পাওয়া শিশুদের রিপোর্ট করিতে পারেন। গত বছরের জুনে, মন্ত্রক মিশন বাৎসল্যের অধীনে শিশুদের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাগুলিকে এক জায়গায় নিয়া আসিয়া চারটি পোর্টাল চালু করিয়াছে।নিখোঁজ শিশুদের জন্য ট্র্যাকচাইল্ড, শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য কেয়ারিং, স্কিমটি পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিপিএস পোর্টাল এবং নিখোঁজ শিশুদের নাগরিক-কেন্দ্রিক আবেদনের জন্য খোয়া-পায়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। ট্র্যাকচাইল্ড পোর্টালটিতে স্বরাষ্ট্র ও রেলমন্ত্রকের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, শিশু কল্যাণ কমিটি, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে।

রাজ্যের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান বিজেপি সরকার ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ আগস্ট: রাজ্যের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান বিজেপি সরকার ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বুধবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ব্রহ্মছড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত উঠোন সভায় এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

২৯-নং কৃষ্ণপুর মণ্ডলের উদ্যোগে ৩০-নং বুথে আয়োজিত এই সভায় মন্ত্রী জানান, "বুথ শক্তিশালী হলে মণ্ডলও শক্তিশালী হবে। আর মণ্ডল শক্তিশালী হলে সংগঠন আরও সুদৃঢ় হবে।" এই লক্ষ্য পূরণে প্রতিটি বুথভিত্তিক ঘরোয়া বৈঠক ও উঠোন সভা ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।ব্রহ্মছড়া মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা। এখানকার অধিকাংশ পরিবার কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সুষ্ঠু সড়ক যোগাযোগের দাবি জানিয়ে আসছিলেন এলাকাবাসী।

মন্ত্রী জানান, কৃষকদের স্বার্থে সেই দাবি পূরণে চার কোটি টাকা ব্যয়ে পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজ অনুমোদিত হয়েছে। পাশাপাশি, কৃষি উন্নয়নমূলক নানা প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করছে সরকার।তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস-সিপিআইএম শাসনের দীর্ঘ ৩৫ বছরে কৃষক সমাজ নানা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার কৃষকের পাশে থেকে তাঁদের জীবনমান উন্নত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এই দিনের সভায় মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস, যুব মোর্চার সভাপতি নির্মল দেবনাথ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব।

অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে পরিষেবা প্রদানের দাবিতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৮ আগস্ট: দীর্ঘ আট মাস ধরে, কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত নিদয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চানপুর পাড়ার বিবেকানন্দ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওয়ার্কার না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জনগণ এলাকার জনপ্রতিনিধি ও দপ্তরের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে একাধিকবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু এখনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া বাস্তবে বিকল্প কিছুই হলো না।

ঘটনার বিবরণে বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশ পায় যে আজকেও সকালে পাড়ার অভিভাবকরা মিলে সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা দিয়েছে দ্বিতীয় দফায়। তালা দেওয়ার খবর জানাজানি হওয়ার পরই কাঠালিয়া সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প দপ্তরের সুপারভাইজার অনুরোধ জানিয়েছেন যে, সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্বাস পেয়েও তালা খুলতে নারাজ স্থানীয়রা।

পরবর্তী সময় সংবাদ কর্মীকে কাছে পেয়ে তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যাটি বিস্তারিতভাবে জানান। তাদের অভিযোগ, আট মাস ধরে, নিদয়া পঞ্চায়েত এলাকার দুই নং ওয়ার্ডের চানপুর পাড়ায় অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রীয় বন্ধ। এই পাড়ায় ৬০ জন কচিকাঁচা শিশু সকালবেলায় এই সেন্টারে গিয়ে পুষ্টিকর খাবার খেতো পড়াশোনা করত। কিন্তু আট মাস আগে ওয়ার্কার গৌরী নাগ (দাস) চাকরির বয়স শেষ হওয়ার পর পেনশনে চলে যান। তারপর থেকে নতুন করে আর কোন কর্মী নিয়োগ হয়নি। অবিলম্বে একই ওয়ার্ডের যেন অঙ্গনওয়ারি কর্মী নিয়োগ করার দাবি জানান তারা।

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ: অগ্রণী মানুষ, ভাষা ও ভাবনা

১৯২৩ সালে শিক্ষার্থী হিসেবে শ্রীনিকেতনে আসেন লক্ষ্মীশ্বর সিংহ। শেষ পর্যন্ত এখানেই থিতু হন তিনি। রবীন্দ্রনাথের গ্রামজীবনের পুনর্গঠন বিষয়ক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কাঠের কাজে ছিলেন সুদক্ষ। পাশাপাশি চর্চা করেছিলেন এসপেরান্তো ভাষার। এই ভাষাতেও তিনি রচনা করেছিলেন একাধিক গ্রন্থ। আমৃত্যু ছিলেন শান্তিনিকেতনে। এই বিস্মৃতপ্রায় ব্যতিক্রমী অগ্রণী মানুষটিকে নিয়ে লিখেছেন সজল দে।

যেখান থেকে একদা যাত্রা শুরু করেছিলেন পূর্বমানুষ, বহু দেশ ঘুরে শেষমেশ সেখানেই ফিরে আসে উত্তর-প্রজন্ম। সমুদ্রের ঢেউ সব কিছু নেয় না, পরে কিছু কিছু জিনিস ফিরিয়ে দেয় বৈকি সৈকতের বালিতে। ষোল পুরুষ আগে রাঢ়বঙ্গ থেকে সিংহদের পূর্বজরা এসে ঘর বাঁধেন, জমিদারি পত্তন করেন শ্রীহট্ট অঞ্চলে, যেটি ইংরেজের শাসনকালে সিলেট নামে পরিচিতি পায়। রাঢ়ের স্মৃতিতে গ্রামের নাম রাখা হয়েছিল রাঢ়িশাল, লক্ষ্মীশ্বর যখন সেই পরিবারে জন্ম নেন সেই ১৯০৫ সালে তা ব্রিটিশ ভারতের আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা তথা দেশভাগের ফলে সেই রাঢ়িশাল সহ সিলেট চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারে। সেখান থেকে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রায় নিঃস্ব লক্ষ্মীশ্বর স্ত্রী- কন্যা- ভগিনীর হাত ধরে বরাবরের মতো চলে আসেন রাঢ়ের মাটিতে, শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর ডাকে সাড়া দিয়ে। একটি বৃত্তের আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। তবে এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে গঙ্গা ও পদ্মা দিয়ে অনেক রক্ত ও জল বয়ে গিয়েছিল।

অনেক কারণেই ১৯০৫ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তো বটেই, এমন-কী এই উপমহাদেশের নিরিখেও। ওই বছর ঘটে প্রথম রুশ বিপ্লব, যদিও সফলতার মুখ দেখতে রুশী জনতাকে আরও বারো বছর অপেক্ষা করতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে লেনিনের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ বলশেভিকদের জন্য। ওই বছরই রুশ-জাপান যুদ্ধে জারতন্ত্রী রাশিয়ার পরাজয় ঘটে; এই প্রথম একটি এশীয় দেশ একটি ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। ১৯০৫ সালেই বাঙালির উত্থানে তটস্থ ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রথমবার, তার বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হয়। রবীন্দ্রনাথের গান 'বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন এক হউক, এক হউক' গেয়ে, অরন্ধন ও রাখিবন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ পৌঁছ দেয় জনতা। স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডও শুরু হয় ওই সালেই। পরাধীন, পদদলিত মানুষ তার অজস্র বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে ফিরেছিল বিভিন্ন পন্থায়, বিভিন্ন স্তরে। পরে দেখা যাবে, একাধিক স্তরের মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে অগ্রণী নামটি হল লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, যাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯০৫ সালের পয়লা জুন।

গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করার পর ১৯১৯ সালে করিমগঞ্জে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে যান লক্ষ্মীশ্বর সিংহ। সেখানে পড়ার সময় থেকেই ছুতোরের কাজ করে, কাঠের বিভিন্ন আসবাব তৈরি ও বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন করতেন তিনি; তার আগেই বাড়ির কাঠমিস্ত্রির কাছ থেকে সাগ্রহে ওই শিক্ষা নিয়েছিলেন। ওই সময়ের নিরিখে ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাঁর পিতা বা পরিবারের অন্য কেউ তাতে আপত্তি করেননি। সংস্কারমুক্ত ও প্রাগ্রসর জীবনদৃষ্টির উত্তরাধিকার পরিবার থেকেই পেয়েছিলেন তিনি। একটি জমিদার পরিবারের ও সামাজিকভাবে তথাকথিত উচ্চবংশের সন্তান কায়িক শ্রম করে উপার্জন করছে, তাও যে কিনা শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে এই দুর্লভ দৃশ্য তখন অনেকের চোখেই ভালো ঠেকেনি। কিন্তু সারাজীবন কাঠের কাজ ও অন্যান্য হাতের কাজ করে বা শিখিয়েই জীবিকা নির্বাহ করেছেন লক্ষ্মীশ্বর। হাতের কাজের শিক্ষা বাদ দিয়ে কেবল পুঁথিগত শিক্ষাকে তিনি সম্পূর্ণ শিক্ষা বলে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। বরাবর এই নিয়ে সওয়াল করে এসেছেন, মৌখিক এবং লিখিত বয়ানে। তাঁর এই মনোভাব ও তৎসংক্রান্ত মতামতই তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছিল, তাঁর দিকে চোখে ফেরাতে বাধ্য করেছিল। এ-দেশে যাঁরা তাঁকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও মোহনদাস গান্ধি। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, নিজের পথে থাকার জন্য জীবনে তাঁকে কম সংগ্রাম করতে বা কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। জাতীয় জীবনের এক টালমাটাল ভাঙাগড়ার পর্যায়ে তিনি এসেছিলেন, তার অভিঘাত তাঁর ওপর যেমন পড়েছিল, বিপরীতে তিনিও তাঁর আইডিয়া ও কর্মের ছাপ রেখে গেছেন।

বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উচ্চশিক্ষার পালা এল। সাধারণ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষার পাঠগ্রহণ করাই মনস্থ করলেন লক্ষ্মীশ্বর, তাতে দেশের জন্য কিছু কাজ করা যেতে পারে মনে হল তাঁর। কলকাতায় পড়ার তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু এই পুত্রটিকে বড় শহরে রেখে পড়ানোর খরচ চালাতে পারা সেই সময় সহজ ছিল না লক্ষ্মীশ্বরের পিতামাতার পক্ষে। হতে পারেন বনেদি, কিন্তু সে-অর্থে খুব ধনী ছিলেন না তাঁরা। নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে নিতে পারবেন বলে লক্ষ্মীশ্বর আশ্বস্ত করলেন ওঁদের। তারপর ইঞ্জিনিয়ার হবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে ভর্তি হন দ্য ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুলে, যেটি সেকালে তালতলা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। শুরু হল তাঁর কষ্টকর নগরজীবন।

কলকাতা ভালো লাগেনি লক্ষ্মীশ্বরের, তিলোত্তমা মনে হয়নি। তীব্র অর্থকষ্টে ভুগেছেন, কোনও কোনও দিন না খেয়ে থেকেছেন, কখনও জুতো পায়ে গলাননি, ট্রামে-বাসে চড়েননি এবং পায়ে হেঁটে তালতলার ইনস্টিটিউট অবধি যাতায়াত করতেন। পড়াশোনার আগ্রহ তাঁর মধ্যে কমে আসছিল। এমন সময় একটি মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। জানতে পারলেন রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশ্রম শান্তিনিকেতনের অদূরে শ্রীনিকেতনে গ্রামীণ সমাজ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নিজের কয়েকটি বই স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে কিছু পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করলেন লক্ষ্মীশ্বর, তারপর শান্তিনিকেতন যাবার রেলগাড়িতে চড়ে বসলেন।

সেটা ছিল ১৯২৩ সাল। কলকাতার অসহনীয় পরিস্থিতির পরে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ তাঁর প্রথম দর্শনেই ভালো লেগেছিল। তারপর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের সবকিছু ঘুরে দেখে লক্ষ্মীশ্বর সেখানেই শিক্ষার্থী হিসাবে থেকে যেতে চাইলেন। শ্রীনিকেতনের নবগঠিত ইনস্টিটিউটের পরিচালক তখন লেনার্ড নাইট এল্মহার্স্ট, তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন লক্ষ্মীশ্বর। শর্ত রাখলেন, তাঁকে যেন নিজের থাকাখাওয়া ও পড়ার খরচ কায়িক পরিশ্রম মারফত উপার্জন করে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে চাইছিলেন তিনি। এল্মহার্স্ট তরুণ শিক্ষার্থীর এমন আবেদনে তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। লক্ষ্মীশ্বরের জীবনের শ্রীনিকেতন অধ্যায় শুরু হল, শেষপর্যন্ত এখানেই এসে তিনি থিতু হবেন পরে।

শুধু নিজের নয়, গ্রামসমাজের সবার স্বনির্ভরতার চিন্তা ক্রমে লক্ষ্মীশ্বরের মস্তিষ্ক দখল করে বসেছিল। তিনি একজন জাপানি শিক্ষকের কাছে কাজ করছিলেন ও কাঠের কাজ শিখছিলেন, তাঁর নাম ছিল কাসাহারা। ইন্সটিটিউট দ্বারা নির্ধারিত হারে ওঁর কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেতেন লক্ষ্মীশ্বর, তাতে তাঁর ভালোভাবেই চলে যেত। স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে শ্রীনিকেতনেই বাস করতেন শিক্ষক কাসাহারা। তাঁদের সরল ও কর্মময় জীবনযাপনশৈলী লক্ষ্মীশ্বরের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, যেমনটা তাঁর পিতার কর্মোদ্যোগ ও পরিশ্রম তাঁকে প্রভাবিত করেছিল কমবয়সে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্মীশ্বর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ছাত্রদের পক্ষে পড়াশোনা ও উপার্জন একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

সেই সময় গ্রামজীবনের পুনর্গঠন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন লক্ষ্মীশ্বর। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের এমনভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যাতে পরবর্তী সময়ে গ্রামে গিয়ে পল্লি-পুনর্গঠনের কাজে তারা স্বাধীন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মানুষের কল্যাণের জন্য কবির আলখাল্লা খুলে ফেলে সমাজকর্মীর ভূমিকায় মাঠে নামতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। শ্রীনিকেতনের ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা ছিল তাঁর সেই চিন্তারই ফসল। লক্ষ্মীশ্বর অবসর সময়ে গ্রন্থাগারে বসে পড়তে থাকলেন রুসো, পেস্তালোৎসি, ফ্র্যোবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদদের জীবনী; তলস্তোয় ও রাসকিনের গ্রন্থাবলীও পাঠ করলেন। নিজের দেশের দুর্দশার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন বর্ণপ্রথার মতো কুৎসিত সংস্কার, শিক্ষিতজন ও অশিক্ষিতের মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক এবং বেশির ভাগ দেশবাসীর অপরিসীম দারিদ্র। যারা কৃষিকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে বছরের অর্ধেক সময় কোনও কাজ থাকে না, অর্থও না। 'নীতিগত এবং আর্থিক দিক দিয়ে এটা খুবই হতাশাজনক ব্যাপার' মনে হল তাঁর।

তিনি আরও দেখলেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে ঝুঁকে পড়েছে; তার গোটাটাই পুস্তককেন্দ্রিক, জীবনকেন্দ্রিক নয়। শিক্ষিত ভদ্রজন কোনওরকম কায়িক শ্রম না করে অন্যের শ্রমের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। লক্ষ্মীশ্বর লক্ষ করলেন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ তার অতীত গৌরব ও সম্মান হারিয়েছে। তিনি ভাবলেন, এর প্রতিকার করতে হলে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজের ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের শিক্ষা দিতে হবে।

ভেবেচিন্তে বাঙালির জন্য কাঠের কাজ শিক্ষার ওপর একটি বই লেখার পরিকল্পনা করলেন লক্ষ্মীশ্বর। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে লেখা শুরু করলেন, অলংকরণের ছবিগুলিও আঁকা হল। সেই বইয়ের পাণ্ডুলিপি একসময় রবীন্দ্রনাথকে দেখানো হল। নতুন শিক্ষাচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ নিজে সেটির ভূমিকা লিখে দিলেন। তাঁর নির্দেশে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে বইটি প্রকাশিত হল, সালটা ছিল ১৯২৬। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: "এই শুভদিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 'কাঠের কাজ' বইখানি লিখিয়াছেন; ভদ্রলোকের ভয়ে 'ছুতারের কাজ' নাম দিতে পারেন নাই। তা হউক, বইখানি সকলেরই কাজে লাগিবে, কেবলমাত্র জীবিকার জন্য নহে, শিক্ষার জন্য।" স্পষ্টতই তথাকথিত ভদ্রলোকেদের থেকে রবীন্দ্রনাথ শেষদিকে নিজেও বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এমনভাবে সমর্থন পাওয়ার ফলে লক্ষ্মীশ্বরের উৎসাহ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ওই বছরই, ১৯২৬ সালে, লক্ষ্মীশ্বর শান্তিনিকেতন পাঠভবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। একই সঙ্গে তিনি গ্রামীণ বিদ্যালয় শিক্ষাসত্রেও পড়াতেন। কিছুদিন পর লক্ষ্মীশ্বর সহ অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা চাইলেন নিজেদের হাতে একটি বাড়ি তৈরি করতে। রবীন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমে সকলের আনন্দশ্রমের যোগফলে বাড়িটি নির্মিত হল। বহুদিন অবধি হস্তশিল্প শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হত শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথ পরিশ্রমে গড়া ওই বাড়িটি। মেটাফরিক এই কাজের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের শ্রেণীগত তফাত ঘুচিয়ে দিলেন লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

সময়টা এখন থেকে প্রায় একশো বছর আগের। তখন আন্তর্জালের ধারণাই ছিল না মানুষের মনে। নিজের বক্তব্য জনসমক্ষে রাখতে গেলে পত্রপত্রিকাপুস্তক বা সভাসম্মিলনী ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। এদিকে শিক্ষক হিসেবে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে আরও কিছু বলার কথা জমা হয়েছে তাঁর। লক্ষ্মীশ্বর লিখে ফেললেন 'হস্তশিল্পের শিক্ষাগত মূল্য এবং মানুষের সংস্কৃতি' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ। সেটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় পাঠ করা হল। ইংরেজি অনুবাদটিও বেরিয়ে গেল ওয়েলফেয়ার নামক মাসিক পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীশ্বরকে পরামর্শ দেন সুইডেন গিয়ে হস্তশিল্পভিত্তিক বিশেষ শিক্ষাদান পদ্ধতি 'স্লয়েড' শিখে আসতে। উদ্যোগী মানুষ লক্ষ্মীশ্বর কাজে লেগে পড়লেন, খোঁজখবর নিলেন। স্লয়েড-এর উদ্ভাবক অটো সালোমানকে চিঠি লিখে আবেদন পাঠালেন সুইডেনের ন্যাঅ্যাস শহরে। সেখানকার প্রসিদ্ধ শিক্ষকশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে ভর্তির অনুমতি পাবার পর চেষ্টা করতে থাকলেন অর্থের জোগান যাতে হয়। অবশেষে সিলেট জেলার পরিচিত মানুষজনের অর্থসাহায্যে তিনি সুইডেন অভিমুখে যাত্রা করেন। সেটা ছিল ১৯২৮-এর মার্চ মাস। সুইডেন থেকেই লক্ষ্মীশ্বর সিংহের আন্তর্জাতিক পরিচিতির সূত্রপাত হল। ন্যাঅ্যাসে স্লয়েডের কোর্স তো করছিলেনই, তার ওপর যে-দেশে ছিলেন সেখানকার ভাষা অর্থাৎ সুইডিশ শেখা শুরু করেছিলেন তিনি।

কিন্তু ভাষাটি আয়ত্তে আনতে বিলম্ব হচ্ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর পরিচিতির পরিধি বেড়েছে, রাজধানী স্টকহোমেও বন্ধু কম হয়নি। অন্য অনেক বিদেশির মধ্যে তাঁর আলাপ হয় ভ্রাম্যমাণ হাঙ্গেরিয়ান-রোমানিয়ান এসপেরান্তো শিক্ষক আন্দ্রে চে -র সঙ্গে। চে-র পরিচালিত এসপেরান্তো ক্লাসে শিক্ষার্থী হয়ে যোগ দেন লক্ষ্মীশ্বর ১৯২৮ সালের শেষদিকে। অন্যান্য বেশ কয়েকজন এসপেরান্তোভাষীর সঙ্গেও পরিচয় এবং ভাববিনিময় হয় তাঁর। কিছু সময়ের মধ্যেই ভাষাটি বেশ খানিকটা আয়ত্তে আসে লক্ষ্মীশ্বরের। বস্তুত এই বিশ্বভাষা এসপেরান্তোই পরে তাঁকে বাইরের দুনিয়ায় এক অনন্য পরিচিতি দিয়েছিল। তিনি নিজেও এসপেরান্তো ভাষাকে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী (পৃথিবীর বুকে দিনগুলি) তিনি লিখে গেছেন ওই ভাষায়। না মাতৃভাষা বাংলায় লিখেছেন, না লিখেছেন ঔপনিবেশিক এলিটদের ভাষা ইংরেজিতে। ঠিক কী কারণে এমনটা করলেন তিনি? অহেতুক ভালোবাসার জন্য কেবল? এর উত্তর রয়েছে এসপেরান্তো ভাষার মূলগত দর্শনে, যা তাঁর নিজের জীবন-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করেছিলেন লক্ষ্মীশ্বর। আসছি সে-কথায় এবার।

একশো বছরেরও বেশি আগে একজন পোল্যান্ডবাসী ইহুদি চক্ষুচিকিৎসক --- লুদোভিক জামেনহফ যাঁর নাম একটি সহজ সরল বিশ্বভাষার পরিকল্পনা করেন। ইউরোপের যে ঘৃণা ও জাতিবৈরিতার পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, শৈশবে কৈশোরে যে-মনোকষ্ট তিনি পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর মনে হয়েছিল মুখের ভাষার ভিন্নতার জন্যই সম্ভবত এত হিংসা ও ভেদাভেদ মানুষে মানুষে। সব মানুষ যদি এক ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে পারে, তাহলে পরস্পরকে বোঝার কাজটা সহজ হবে। তাহলে এক কৌমের মানুষের মধ্যে অপর কোনও কৌমের প্রতি এত ঘৃণা ও হিংস্রতা জন্মাবে না, তাদের মধ্যে অহেতুক ভেদাভেদ লুপ্ত হবে। এই স্বপ্ন ও আশা থেকেই ১৮৮৭ সালে এসপেরান্তো নামক ভাষাটির সূত্রপাত করেন জামেনহফ, 'এসপেরান্তো' শব্দের অর্থই হল 'যে আশা করে'। এসপেরান্তোর শব্দমূলগুলি এসেছে জামেনহফের জানা প্রধান ইউরোপিয় ভাষাগুলির খুব পরিচিত শব্দাবলী থেকে, অতি সরল অ-ব্যতিক্রমী ষোলোটি নিয়ম দিয়ে তৈরি তার ব্যাকরণ। নতুন শব্দনির্মাণ অনায়াসসাধ্য এই ভাষায়; শব্দমূলের সঙ্গে পরিচয় থাকলেই বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদি দ্রুত বানিয়ে ফেলা যায়। প্রথম থেকেই এসপেরান্তো-গোষ্ঠীর হাতে ভাষাটিকে সমর্পণ করেন জামেনহফ, কোনওরকম রয়্যালটি দাবি না করে। বিদেশের মাটিতে যোগাযোগের অসুবিধার সম্মুখীন লক্ষ্মীশ্বর যে এমন একটি বিশ্বভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ভাষাটি শেষমেশ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কতটা শিখেছিলেন তার একটা প্রমাণ হল ১৯২৯-এর হেমন্ত থেকে ১৯৩০-এর বসন্ত পর্যন্ত সুইডেন জুড়ে প্রায় ২০০-টি বক্তৃতা দেন তিনি এসপেরান্তোতে, এই বক্তৃতাসফরের আয়োজন করে দিয়েছিলেন এসপেরান্তোবিদ এর্নফিল্ড মাল্মগ্রেন। তার আগেই অবশ্য লক্ষ্মীশ্বর সদ্য শেখা ভাষাটিতে লেখালিখি ও প্রকাশ করা শুরু করেন। প্রথমে 'শিবাজি' নামের একটি একাঙ্ক নাটক ও তারপর বাংলার কয়েকটি রূপকথা নিয়ে লেখা 'বেঙ্গালাই ফাবেলোই' বেরোয়। আরও লেখেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি ও জামেনহফের চিন্তা ও চেতনার সমন্বয়ে তাঁর নিজের গড়ে ওঠা জীবনবীক্ষার দর্পণ 'কাই চিও রেস্তাস পেনসো, সেদ নে ফারো' (সবই ভাবনা হয়ে রয়, কিন্তু কাজে নয়) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। ১৯৩০-এর শেষার্ধে আরেকটি ভ্রাম্যমাণ বক্তৃতামালার আয়োজন হয় লক্ষ্মীশ্বরের জন্য এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও পোল্যান্ডে। এই সূত্রে জামেনহফের জন্মস্থান পোল্যান্ডের বিয়ালিস্তক শহর দেখার সৌভাগ্য হয় লক্ষ্মীশ্বরের, তাঁর মনে হয় একটি তীর্থদর্শন সম্পন্ন হল।

এরপর হেগ শহরস্থিত আন্তর্জাতিক এসপেরান্তো শিক্ষাকেন্দ্রে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ পান তিনি। সেখানে পড়তে যাবার সিদ্ধান্ত নেবার আগেই বাড়ি থেকে এক ভাইয়ের অকালমৃত্যুর খবর আসে। যতটা সম্ভব তড়িঘড়ি দেশের বাড়িতে ফিরে আসেন লক্ষ্মীশ্বর। অতঃপর শান্তিনিকেতনে এলে নিজের পুরোনো ইনস্টিটিউটে চাকরিতে বহাল হন লক্ষ্মীশ্বর। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ছাত্রছাত্রীদের স্লয়েড-এর শিক্ষা দেবার উপদেশ দেন। সেটা করতে গিয়ে লক্ষ্মীশ্বরের মনে হল প্রথমে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদেরই তালিম দেবার প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী শিক্ষক ও অন্য কিছু পূর্ণবয়স্ক মানুষদের নিয়ে একটি স্লয়েড কোর্স পরিচালনা করেন তিনি। সেই সাফল্যের সংবাদ ১৯৩০-এর নভেম্বরে বিশ্বভারতী নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

কিন্তু কোর্সটি করিয়ে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত ছিলেন না লক্ষ্মীশ্বর। তিনি জানতেন অর্থাভাবে তাঁর পরিকল্পনার সম্পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব ছিল না, হয়ওনি তা। তিনি শান্তিনিকেতনে একটি পূর্ণাঙ্গ সর্বভারতীয় স্লয়েড শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে নিতে চাইছিলেন। ফলে আর্থিক সহায়তা লাভের আশায় পুনরায় সুইডেন যেতে চাইলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ অনুমতি দিলেন, সেইসঙ্গে সুইডেনের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে লক্ষ্মীশ্বরের পরিচয়জ্ঞাপক চিঠি লিখে দিলেন। সে-সব নিয়ে ১৯৩৩ সালে আবার ইউরোপ পাড়ি দিলেন লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

এবারের ইউরোপ-ভ্রমণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল লক্ষ্মীশ্বরের কাছে। কাউন্টেস কের্সনি হ্যামিলটনের সহায়তায় তিনি যে শুধু প্রয়োজনীয় স্লয়েড-সরঞ্জাম জাহাজে করে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, শ্রীমতী ইয়েইয়ানসন এবং শ্রীমতী সেডারব্লোম নামে দুই তরুণী শিক্ষিকাকে পরপর শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য। এঁদের মধ্যে প্রথমজনই শান্তিনিকেতনে সুইডিশ পদ্ধতিতে তাঁত বোনার প্রবর্তন করেন। ভাষাতাত্ত্বিক ও এসপেরান্তো-বিশারদ প্রবাল দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন, 'সেই সময়ে সিংহ প্রায় একজন সাংস্কৃতিক দূতের ভূমিকায় তাঁর সাধনাকে আরও গভীর ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন; শুধু সুইডেনে নয়, এসপেরান্তো-ভাষী সমবায়ের সব দেশে তাঁর বিচরণ।' স্টকহোমে অনুষ্ঠিত ১৯৩৪ সালের বিশ্ব এসপেরান্তো সম্মেলনে ভাগ নেন তিনি, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে দুটি বক্তৃতাসফর করেন, চে-পদ্ধতির শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং এসপেরান্তোতে লিখে প্রকাশ করেন তাঁর ভ্রমণকাহিনি 'হিন্দো রিগার্দাস স্বেদলান্দোন' (এক ভারতীয়র চোখে সুইডেন)। দেশে যখন ফিরে আসেন লক্ষ্মীশ্বর সেটা ১৯৩৬ সাল। শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দিলেন তিনি এবং স্লয়েড-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়; মোহনদাস গান্ধির প্রশংসা পেয়েছিল লেখাটি। ভ্রাম্যমাণ জীবনে এবার স্থির হয়ে বসার সময় হয়েছে ভেবে বিবাহ করলেন লক্ষ্মীশ্বর, ১৯৩৮ সালে। ইতিমধ্যে দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থায় নতুন ভারতের শিক্ষানীতিতে লক্ষ্মীশ্বর প্রস্তাবিত হাতের কাজের কপাল কিছুটা খুলে গেছে বলে মনে হল। কেন্দ্রীয় প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী এবং মহাত্মা গান্ধির ডাকে তিনি ওয়ার্ধা চলে গেলেন। সেখানে নবগঠিত শিক্ষক-শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের হস্তশিল্প বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে। সেখানে খুব মন দিয়েই কাজ করে যাচ্ছিলেন লক্ষ্মীশ্বর, লিখলেন ইংরেজিতে 'শিক্ষকদের জন্য হস্তশিল্প শিক্ষার হ্যান্ডবুক: প্রথম ভাগ' বইটি। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে 'হরিজন' পত্রিকায় এই বইটির আলোচনা করেন মহাত্মা গান্ধি নিজে।

যুদ্ধ শুরু হল ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে, ইন্সটিটিউটের সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল। পরের বছর মহাত্মা গান্ধির নির্দেশে তিনি ওয়ার্ধা ছেড়ে চলে আসেন। ১৯৪২-এর শুরুর দিকে গান্ধিজি নিজের আশ্রম সেবাগ্রামে অনুরূপ একটি ইন্সটিটিউট স্থাপন করলে লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে ডেকে নেন। এদিকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তীব্র আকার ধারণ করছিল। গান্ধিসহ সেবাগ্রামের সদস্যরা একের পর এক জেলে আটক হতে থাকেন। তবু অল্প কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে ১৯৪৩ অবধি কাজ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্মীশ্বর। অবশেষে তাঁকেও সেবাগ্রাম ত্যাগ করতে হয়। এর আগেই ১৯৪১-এ শান্তিনিকেতনে লক্ষ্মীশ্বরের প্রধান প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হয়েছেন। দেশের বাড়িতে ফিরে এলেন লক্ষ্মীশ্বর। যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বাংলাদেশে, সেইসব ভয়াবহ ছবির কিছুটা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করলেন। পরপর দুটি জায়গা থেকে কাজের সুযোগ পণ্ড হবার পর লক্ষ্মীশ্বরের মনে জেদ চেপে গেল, তিনি নিজেই একটি ইন্সটিটিউট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁদের বসতবাড়ির অদূরে লক্ষ্মীশ্বরের বাবার একটা খামারবাড়ি ছিল, নিজের সব শক্তি সংহত করে এবং বন্ধুদের সহায়তায় ১৯৪৪ সালে ইন্সটিটিউট গঠিত হল। সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল তাঁর কাজ; সবরকম শস্যের চাষ, গবাদি পশুপালন, ইট ও টালি তৈরি, তুলোর চাষ, সুতো কাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি। গ্রামের লোকেরাও সাগ্রহে এসে তাতে অংশগ্রহণ করতে থাকল।

কিন্তু দেশভাগ তথা স্বাধীনতার পরবর্তী দাঙ্গায় ইনস্টিটিউটটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৯ সাল নাগাদ প্রবাল দাশগুপ্তের সঙ্গে এক কথোপকথনের সূত্রে তিনি জানান, ৭০০০ ইংরেজি বই এবং ৩০০০ এসপেরান্তো বইসহ তাঁর যাবতীয় গ্রন্থসংগ্রহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভস্মীভূত হয়েছিল। এরপর সিলেট ত্যাগ করে প্রথমে কলকাতায় আসেন লক্ষ্মীশ্বর, তারপর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শ্রীনিকেতনে সদ্যস্থাপিত বিনয়ভবনের কাজে যোগ দেন। অতঃপর, বিশ্বভারতীতে থাকাকালীন নিজের পছন্দের বেশ কয়েকটি কোর্স চালু করতে পেরেছিলেন তিনি।

১৯৫৩ সালে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো ইউরোপ ভ্রমণে যান লক্ষ্মীশ্বর। রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণে প্রথমে যান সুইৎজারল্যান্ডের জেনিভা, তারপর সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ইংল্যান্ড। ১৯৬১-তে প্রকাশ পায় তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের সাতটি ছোটগল্পের এসপেরান্তো অনুবাদ, নাম দিলেন 'মালসাতা শোনো' (ক্ষুধিত পাষাণ)। তিনিই বঙ্গদেশে এসপেরান্তো আন্দোলন শুরু করেছিলেন, পরে ছাত্র ও সহকর্মী অবনী হালদারের সঙ্গে মিলে শান্তিনিকেতনে বঙ্গীয় এসপেরান্তো ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন ১৯৬১-তে। এছাড়াও হস্তশিল্প ও শিক্ষার ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন; তার মধ্যে একটি ছিল ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত 'Facila Esperanta Lernolibro' (সহজ এসপেরান্তো শিক্ষা)। ১৯৭৭ সালে শান্তিনিকেতনে এই ব্যতিক্রমী চিন্তার মানুষটির মৃত্যু হয়। এসপেরান্তো-জগৎ তাঁকে মনে রাখলেও, শান্তিনিকেতন ও বাঙালি লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে খুব দ্রুত বিস্মৃত হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার কর্পোরেটর প্রদীপ চন্দ ও মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে সামিল হন।

আজ ছত্তিশগড়, উপকূল কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, বন্যা পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত পাঞ্জাব, হিমাচল ও তেলেঙ্গানা

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট: আজ ছত্তিশগড়, উপকূল কর্ণাটক, মধ্য মহারাষ্ট্র ও উত্তরাখণ্ডে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। এছাড়াও আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে ওড়িশা, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, উপ-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং ঝাড়খণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

গুজরাট অঞ্চল, গোয়া, কনকণ ও মধ্য মহারাষ্ট্রে আগামী সপ্তাহ জুড়েই অনুরূপ আবহাওয়া বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, পূর্ব রাজস্থান ও হরিয়ানায় আগামী ৭ দিন বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লি ও এনসিআর-এ আগামী ৫ দিন হালকা থেকে খুব হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।

এদিকে, পাঞ্জাবে বন্যা পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। গুরদাসপুর, ফিরোজপুর, ফাজিলকা, কপূরথলা, অমৃতসর, হোশিয়ারপুর ও তার্ন তারন জেলার একাধিক গ্রাম এবং শত শত একর কৃষিজমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। ভারতীয় সেনা, বিমান বাহিনী, বিএসএফ, এনডিআরএফ, পাঞ্জাব পুলিশ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ৬৫টি ট্রেন বাতিল করেছে এবং ২৫টি ট্রেন মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠানকোট, লুধিয়ানা, জালন্ধর ও অমৃতসরে হেল্পডেস্ক খোলা হয়েছে।

রঞ্জিৎ সাগর, পং এবং ভাকরা বাঁধের জলাধারগুলি উপচে উঠেছে। নিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়া হচ্ছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান গুরদাসপুরের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।হিমাচল প্রদেশের কাংরা ও চাম্বা জেলায় এনডিআরএফ ব্যাপক উদ্ধার ও স্থানান্তর অভিযান চালাচ্ছে। গত দুই দিনে ৩৭০০-এর বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। কাংরার ইন্দোরা এলাকায় আর্নি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিয়াস নদীর জল ঢুকে পড়ে। রাতে নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১২ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ১৫ জন কর্মী-সহ মোট ৪২৭ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে আরও ২৬ জনকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চাম্বা জেলার গৌরীকুণ্ড সংলগ্ন ধঞ্চোতে চলছে শ্রীর মানিমহেশ যাত্রা। সেখানে এনডিআরএফ, হিমাচল পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনের সহযোগিতায় একটি অস্থায়ী পুল তৈরি করে ৩২৬৯ জন তীর্থযাত্রীকে দুনালি পর্যন্ত সরিয়ে আনা হয়েছে। ভূমিধস ও প্রবল বৃষ্টির কারণে রাজ্যের দুটি জাতীয় সড়ক ও ৫৮২টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে।

অন্যদিকে, তেলেঙ্গানার কামারেড্ডি, মেদক ও নির্মল জেলায় অতি ভারী বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কামারেড্ডির আগোন্ডা এলাকায় আজ সকাল ৫টা পর্যন্ত ৪৩.১ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে, যা রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক। এই তিন জেলা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে, বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, শহর-নগরেও জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এনডিআরএফ ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর যৌথ অভিযানে কামারেড্ডি জেলায় ১০০০-র বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে বিশেষ অফিসার নিয়োগ করেছে এবং জেলা প্রশাসকদের সর্বদা সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভন্ত রেড্ডি আজ আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করবেন।

মেদক জেলার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। টানা বৃষ্টিতে বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় সেনার সাউদার্ন কমান্ড বন্যা মোকাবিলায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। সেনার ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স রাস্তা পরিষ্কারে, সংযোগ পুনঃস্থাপনে এবং মেডিক্যাল টিমগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে। সেনাবাহিনী বিশেষ নৌকা ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করছে এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে।

দেশজুড়ে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী ও উদ্ধারকারী সংস্থাগুলি সর্বশক্তি দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায়। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী আগামী কয়েক দিনও ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে।

এদিকে, তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলায় টানা ভারী বর্ষণের ফলে স্বাভাবিক জনজীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। গতকাল থেকে বিশেষ করে কামারেড্ডি, মেডাক ও নিরমল জেলায় অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। কামারেড্ডি জেলার রামারেড্ডি এলাকায় সর্বাধিক ১৪৯.৮ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে, অন্যদিকে নিজামাবাদ জেলার থুমপল্লিতে হয়েছে ১৪৯.৫ মিমি বৃষ্টি।

বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও প্লাবনে বহু গ্রাম শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নদী-নালা উপচে পড়ায় বহু এলাকা জলের তলায় চলে গেছে। রাজ্যের প্রায় সব প্রধান সেচ প্রকল্পই উপচে পড়ছে এবং সেগুলোর জল ছাড়া হচ্ছে নিচু এলাকায়। শত শত আবাসিক এলাকা ও উপশহর প্লাবিত হয়েছে।

এদিকে আবহাওয়া দফতর ১৬টি জেলায় আজও অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় 'কমলা সতর্কতা' জারি করেছে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী মেডাক ও কামারেড্ডি জেলায় উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযানে নেমেছে। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স রাস্তা পরিষ্কারে ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় যোগাযোগ পুনঃস্থাপনে কাজ করছে। পাশাপাশি, সেনার মেডিকেল টিমগুলি জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের। সেনারা বিশেষ নৌকা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কর্মী নিয়ে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারও প্রস্তুত রাখা হয়েছে জরুরি পরিস্থিতির জন্য।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টির জলধারণ অঞ্চলে অতিবৃষ্টির কারণে রাজ্যের প্রায় সব জলাধারে বিপুল জলসঞ্চার ঘটছে। নালগোন্ডা জেলার দিন্ডি প্রকল্পে বিপজ্জনক হারে জল ঢুকছে, ফলে জলাধারে জলের স্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রশাসন চরম সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

জলাধারগুলির পার্শবর্তী ও নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের আত্মনির্ভরতার উপর জোর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বেচ্ছাচারিতার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট : নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত তিন দিনের বক্তৃতা সিরিজের দ্বিতীয় দিনে সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত আত্মনির্ভরতা এবং স্বদেশী ধারণাকে কেন্দ্র করে একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেন। 'সংঘের ১০০ বছরের যাত্রা — নতুন দিগন্ত' শীর্ষক এই অনুষ্ঠান বুধবার অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর বিজ্ঞান ভবনে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের ৫৫টিরও বেশি দেশের কূটনীতিক এবং ৩০টির বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা। এদিনের বক্তৃতায় মোহন ভাগবত বলেন, ভারতের জাতীয় নীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এমনভাবে হওয়া উচিত, যা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয় কোনও রকম বিদেশি চাপের ফলে নয়। তাঁর এই বক্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্কের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা একই দিন থেকে কার্যকর হয়েছে এবং ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আমরা কেন সেইসব পণ্য আমদানি করব, যা আমাদের দেশে উৎপাদন করা সম্ভব? কেবলমাত্র সেই সমস্ত জীবনধারনের জন্য অপরিহার্য বস্তু আমদানি করাই যুক্তিযুক্ত, যা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত হয় না।"

মোহন ভাগবতের ভাষণে আত্মনির্ভরতাকে স্বদেশী নীতির কেন্দ্রে রেখে বলা হয় যে, আত্মনির্ভরতা মানে কোনওভাবেই আমদানি বন্ধ করে দেওয়া নয় বা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। বরং বিশ্ব যে পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে চলে, তা স্বীকার করেই রফতানি-আমদানি অব্যাহত থাকবে। তবে তাতে যেন কোনও দেশ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ না করে এটাই হওয়া উচিত ভারতীয় নীতির অন্যতম স্তম্ভ। তিনি ব্যাখ্যা করেন, প্রকৃত স্বদেশী মানে নিজের পণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করা, সেই সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে এমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা, যা সম্মানের এবং সমতার ভিত্তিতে গঠিত। সংঘ প্রধান আত্মনির্ভরতার গোড়ার কথা বলেন পরিবার ও গ্রাম স্তর থেকে, যেখানে মানুষের চাহিদা, উৎপাদন ও বিনিময়ের মাধ্যমে এক 'ধার্মিক অর্থনীতি'র ভিত্তি গড়ে তোলার কথা তিনি বলেন।

মোহন ভাগবত তাঁর বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধীর "সপ্ত সামাজিক পাপ"-এর প্রসঙ্গ তোলেন যার মধ্যে ছিল নীতিহীন রাজনীতি, নৈতিকতাবিহীন বাণিজ্য এবং আত্মত্যাগবিহীন ভোগের প্রবণতা। তিনি বলেন, "সংযম ও ত্যাগ ছাড়া কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন তখনই টেকসই হবে, যখন তা নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে গঠিত হবে।" তিনি এই প্রসঙ্গে ধর্মীয় আচরণ প্রসঙ্গেও বলেন, "ধর্ম প্রচারের বিষয় নয়, বরং তা নিজের জীবনে পালন করার বিষয় যার মাধ্যমে এমন একটি উদাহরণ স্থাপন করা যায়, যা গোটা বিশ্ব অনুসরণ করতে পারে।"

এই বক্তৃতা আরএসএস-এর ভবিষ্যৎ দর্শনের একটি দিক নির্দেশ করে, যেখানে আত্মনির্ভর ভারত একটি ধার্মিক ও নৈতিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে সংঘ প্রধান একদিকে যেমন ভারতের নিজস্ব ক্ষমতা এবং উৎপাদনের উপর ভরসা রাখার বার্তা দেন, তেমনই বিশ্বমঞ্চে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশগ্রহণেরও আহ্বান জানান যা সংঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময়ে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বার্তা হিসেবেই ধরা পড়ছে।

'আমেরিকানদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে': ভারতীয় পণ্যে শুল্ক বাড়ানো নিয়ে ট্রাম্পকে তীব্র আক্রমণ ডেমোক্র্যাটদের

ওয়াশিংটন, ২৮ আগস্ট: ভারত থেকে রাশিয়ার তেল আমদানির কারণে শুধুমাত্র ভারতকে লক্ষ্য করে ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ মার্কিন কংগ্রেসের হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। তারা বলছেন, এই পদক্ষেপে একদিকে আমেরিকানরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে দুই দশকের বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা ভারত-মার্কিন সম্পর্ককেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

এক বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাট প্যানেল এক্স-এ লিখেছে, "চীন বা অন্যান্য দেশ যারা রাশিয়ান তেল অনেক বেশি পরিমাণে আমদানি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে শুধুমাত্র ভারতকে টার্গেট করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় এটা আসলে ইউক্রেন যুদ্ধ নয়, বরং কিছু ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রভাবিত সিদ্ধান্ত।"

একটি সংবাদ প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে জানায়, "যদি ট্রাম্প প্রশাসন সকল দেশের উপর সমানভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করত, তাহলে সেটা যুক্তিসঙ্গত হতো। কিন্তু শুধুমাত্র ভারতকে লক্ষ্য করার ফলে নীতিগত দিক থেকে এটি সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীন, যা রাশিয়ার বৃহত্তম তেল আমদানিকারক, আজও ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে এবং কম দামে তেল কিনে চলেছে।"

ডেমোক্র্যাটদের এই আক্রমণ এসেছে এমন সময়ে, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের রাশিয়ার সঙ্গে তেল ব্যবসার যুক্তিকে সামনে রেখে আগের ২৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। যার ফলে মোট শুল্ক এখন দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার অনুমান করছে, এই বাড়তি শুল্কের কারণে প্রায় ৪৮.২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সরকারের আশঙ্কা, এতে ভারতের রপ্তানি খাত বাণিজ্যিকভাবে অচল হয়ে পড়তে পারে, যার ফলে কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দুইই ব্যাহত হতে পারে। যদিও মোদী সরকার জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই চাপের কাছে নত হবেন না।

তবে মার্কিন প্রশাসন কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতযেমন ওষুধ ও ইলেকট্রনিক্সকে এই বাড়তি শুল্ক থেকে আপাতত ছাড় দিয়েছে, যা ভারতের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর।উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। তবে বাজার প্রবেশাধিকার ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপে সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন রয়ে গিয়েছে।ট্রাম্প প্রশাসনের শুরুর দিকেই ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও চুক্তিতে উপনীত হওয়া যায়নি।এর প্রধান কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কৃষি ও দুগ্ধ খাতে আরও বেশি প্রবেশাধিকার চাইছে, যা নিয়ে ভারত আপত্তি জানিয়ে আসছে।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণ নয়, পরিকল্পিতভাবে আগুন দেওয়া হয়েছিল: নিকি হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পুলিশের

গ্রেটার নয়ডা, ২৮ আগস্ট: নিকি ভাটির (২৮) রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে তোলপাড় চলছে উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডার সিরসা এলাকায়। প্রথমে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগে তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হলেও, পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি খালি থিনারের বোতল এবং একটি লাইটার উদ্ধার করা হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত অগ্নিদগ্ধের ঘটনা।

ঘটনাটি ঘটে ২১ আগস্ট, যখন অভিযোগ অনুযায়ী নিকিকে তার স্বামী বিপিন ভাটি এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা আগুন লাগিয়ে হত্যা করে। নিকি গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলেও শেষপর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। পুলিশ জানায়, নিকি প্রথমে হাসপাতালের কর্মীদের জানিয়েছিলেন যে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে তদন্তে উঠে আসে, সিলিন্ডার সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল এবং রান্নাঘরেও কোনো ধরনের বিস্ফোরণের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।কাসনা থানার এসএইচও ধর্মেন্দ্র শুক্লা বলেন, "নিকি সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করেছিলেন যাতে কেউ জেলে না যায়। বিশেষ করে, তিনি তার বোন কাঞ্চনকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, যিনি একই পরিবারের অন্য ভাই রোহিত ভাটির স্ত্রী।" উল্লেখ্য, নিকি এবং কাঞ্চন ২০১৬ সালে ভাটি পরিবারের দুই ভাই বিপিন ও রোহিতের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। নতুন প্রমাণ হিসেবে উঠে এসেছে নিকির বোন কাঞ্চনের মোবাইলে ধারণ করা ভিডিও, যেখানে তাকে আগুনে দগ্ধ নিকিকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়। কাঞ্চন পুলিশকে জানান, তিনি চিৎকার শুনে দৌড়ে আসেন এবং দেখেন নিকি সিঁড়ির ধারে আগুনে পুড়ছেন এবং বিপিন কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণের পাশাপাশি পানি ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে তিনি মূর্ছা যান এবং নিকিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে নিকির পরিবার ময়নাতদন্তে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে রাজি হন। নিকির ভাই ভিকি পাইল বলেন, "আমরা তার মৃতদেহে আর কোনো ক্ষতি হোক চাইনি, তাই প্রথমে ময়নাতদন্ত চাইনি। তবে পরে আলোচনা করে রাজি হই।"

এই ঘটনায় অভিযুক্ত বিপিন ভাটি, তার মা দয়া, বাবা সতবীর এবং ভাই রোহিত ভাটিকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সামনে আসে একটি সিসিটিভি ফুটেজ, যেটি ঘটনার সময় ভাটি পরিবারের বাড়ির কাছে এক দোকানের বাইরে একজন পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ বলছে, ফুটেজে থাকা ব্যক্তি সম্ভবত বিপিন ভাটি।

তদন্তকারীদের মতে, নিকি নিজের শেষ কথায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কথা বলে শ্বশুরবাড়ির কাউকে সরাসরি দোষ না দিয়ে হয়তো তার বোনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চুপ ছিলেন। তবে থিনার বোতল, লাইটার এবং ঘটনাস্থলের প্রমাণাদি পুরো বিষয়টিকে একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে প্রমাণ করছে।

এই ঘটনাটি এখন শুধু একটি গার্হস্থ্য সহিংসতা নয়, বরং প্রমাণ লোপাট, আত্মীয়রক্ষা এবং ন্যায়বিচার প্রশ্নে এক জটিল ও চাঞ্চল্যকর মামলায় পরিণত হয়েছে। তদন্ত এখনও চলছে এবং পুলিশের তরফ থেকে আরও তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক টানা তৃতীয় দিন বন্ধ, ধ্বংসস্তূপে আটকে ৬০০-রও বেশি গাড়ি

শ্রীনগর , ২৮ আগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে উধমপুর-রামবান অঞ্চলে একাধিক ধস নামায় গুরুত্বপূর্ণ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৪৪) টানা তৃতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে। এই রাস্তাটি কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে দেশের বাকি অংশের একমাত্র সর্ব-মৌসুমি সড়ক সংযোগ। ধসের কারণে জখেনি এবং চেনানি-র মধ্যে একাধিক পয়েন্টে রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রায় ৬০০-রও বেশি যানবাহন বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়েছে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে কিংবা মাঝপথে যেমন রিয়াসি, চেনানি, পাত্নিটপ, ডোডা, রামবান, বানিহাল ও শ্রীনগরের উদ্দেশে কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। কাটরা ও উধমপুর শহরের বাসিন্দাদের অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তারা তাদের ফটো আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে রাখেন, যাতে প্রয়োজনে চলাচলের অনুমতি প্রদান সহজ হয়।বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন-এর কর্মীরা যুদ্ধকালীন গতিতে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং ধস ও হড়পা বানের কারণে রাস্তায় মাটি ও পাথরের স্তূপ জমে গেছে।এছাড়াও, কিশতওয়ার-সিন্থান-অনন্তনাগ মহাসড়কও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। তবে ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আবহাওয়া অনুকূল এবং রাস্তার পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ঐতিহাসিক মুঘল রোড দিয়ে হালকা যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলা থেকে শোপিয়ান পর্যন্ত এই বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে হলে বেহরামগালা (পুঞ্চ) ও হেরপোরা (শোপিয়ান) থেকে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে যাত্রা করতে হবে, তবে তার আগে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থার সবুজ সংকেত পাওয়া জরুরি।

অসমে বেআইনি অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিল অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট: বেআইনি অনুপ্রবেশের বিরোধিতায় আসাম রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছে অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। সংঠনটি অভিযোগ করেছে, প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেআইনি অনুপ্রবেশ ক্রমাগতভাবে বাড়ছে এবং তা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অধিকার ও জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। এই ইস্যুতে এএএসইউ আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করতে চলেছে।আন্দোলনের সূচনা হবে ৪ সেপ্টেম্বর একাদশ ঘণ্টার অনশন দিয়ে। এরপর ১৬ সেপ্টেম্বর হবে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ২০ সেপ্টেম্বর মানবশৃঙ্খল গঠন এবং ২৩ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হবে মহামিছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠনটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চায় যাতে অবিলম্বে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে তাদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়।এএএসইউ নেতৃত্ব দাবি করেছে, এই অনুপ্রবেশের ফলে শুধু শহরাঞ্চল নয়, রাজ্যের আদিবাসী এলাকা, চাষযোগ্য জমি, শত্র জমি (সত্র ভূমি) ও অরণ্যাঞ্চলেও ব্যাপক হারে দখলদারি চলছে। এতে রাজ্যের ভূমিপুত্রদের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সংগঠনটি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছে, বেআইনি অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রবেশও ঘটছে, যা শুধু অসম নয়, গোটা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষেই একটি বড় হুমকি।এএএসইউ তাদের বহু পুরনো দাবির পুনরাবৃত্তি করে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, সরকারকে এবার দেরি না করে অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করে তাদের বিতাড়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। সংগঠনটি সতর্ক করেছে, রাজ্যের মাটি, জল, সংস্কৃতি ও জনজাতির স্বার্থে এই আন্দোলন আরও জোরদার হবে যদি সরকার নীরব ভূমিকা পালন করে।এই পরিস্থিতিতে অসমের রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসনের দৃষ্টি এখন এএএসইউ-এর পরবর্তী কর্মসূচির দিকে, যা রাজ্যের ভবিষ্যত রাজনীতি ও সামাজিক স্থিতাবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

বৃহস্পতিবার নিগমের উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দিনে ২২টি কাঠবাদামে বাড়তে পারে আয়ুষ্কাল

স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত কাঠবাদাম খাওয়ার উপকারিতা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে, প্রতিদিন প্রায় ২২টি কাঠবাদাম (প্রায় ৬০ গ্রাম) খেলে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে।

অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও কাঠবাদামের ভূমিকা-শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের ভারসাম্য বজায় থাকলে দেহকোষ সুস্থ থাকে। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান ও মদ্যপানের কারণে এই ভারসাম্য নষ্ট হলে তৈরি হয় অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, যা কোষের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ায়। এ সমস্যা কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে শাকসবজি, সাইট্রাস জাতীয় ফল ও কাঠবাদাম।

গবেষণার ফলাফল

'সায়েন্টিফিক রিপোর্ট'-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত কাঠবাদাম খেলে শরীরে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ কমে এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের কার্যকারিতা বাড়ে। তেহরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের গবেষকেরা আটটি আলাদা পর্যবেক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে ৪২৪ জন অংশগ্রহণকারী ৪ থেকে ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে কাঠবাদাম খেয়েছেন। ফলাফলে দেখা গেছে, যারা দিনে ৬০ গ্রামের বেশি কাঠবাদাম খেয়েছেন, তাঁদের শরীরে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমেছে এবং ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও হ্রাস পেয়েছে।

সতর্কতা-যদিও কাঠবাদামের অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে, তবে অতিরিক্ত খাওয়া সবার জন্য উপযুক্ত নয়। বিশেষ করে উচ্চ কোলেস্টেরল বা হৃদরোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের অতিরিক্ত বাদাম খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। সরাসরি না খেয়ে স্যালাড বা অন্যান্য খাবারের সঙ্গে কাঠবাদাম মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে।

খোসাপাতার হরেকরকম

বাঙ্গালির পাতে ডালের পাশে ভাজা অত্যাবশ্যকীয় এক পদ। তাই রসনায় এবার একটু অন্য স্বাদের ভাজার রেসিপি।

মুচমুচে আলুর খোসা ভাজা

উপকরণ- আলুর খোসা (একটু মোটা করে খোসা ছাড়ানো), স্বাদ মত নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরা ও ধনে গুঁড়ো, সর্ষের তেল, কর্নফ্লাওয়ার।

প্রণালি- আলুর খোসা ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে আলুর খোসা , স্বাদ মত নুন, সব গুঁড়ো মশলা, কর্নফ্লাওয়ার ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এবার কড়াইতে বেশি করে সর্ষের তেল গরম করে তাতে আলুর খোসাগুলো ছেড়ে লাল করে ভেজে নিন।

লাউয়ের খোসা ভাজা

উপকরণ- লাউয়ের খোসা খুব সরু করে কাটা,কালোজিরে, গোটা শুকনোলঙ্কা, স্বাদ মত নুন ও মিষ্টি, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, সর্ষের তেল।

প্রণালি- লাউয়ের খোসাকুচি ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে ভাপিয়ে নিন। এবার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে তাতে কালোজিরে এবং গোটা শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিন। ফোড়নের গন্ধ বার হলে আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা লাউয়ের খোসা দিয়ে ভাজুন। এরপর অল্প হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মত নুন এবং মিষ্টি দিন। অল্প জলের ছিটে দিতে পারেন। খোসা ভাল ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে নিন।

খারকোল পাতাবাটা

উপকরণ- খারকোল পাতা, কাঁচালঙ্কা, গোটা শুকনো লঙ্কা, কালোজিরে, স্বাদ মত নুন, মিষ্টি, রসুন, সর্ষের তেল।

প্রণালি- খারকোল পাতাগুলো প্রথমে হাল্কা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর গোটা শুকনো লঙ্কা এবং পাতা তেল গরম করে হাল্কা নেড়ে নিন। এবার শিলে খারকোল পাতা , রসুন, কাঁচালঙ্কা এবং অল্প নুন দিয়ে পাতা বেটে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করুন। তেল ভাল গরম হলে কালোজিরে ফোড়ন দিন। ফোড়নের গন্ধ বার হলে পাতাবাটা দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। ভাজবার সময় দরকার পড়লে নুন এবং সামান্য চিনি দেবেন। ভাল ভাজা হলে নামিয়ে নিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। চিংড়িমাছ দিয়ে পটলের খোসাবাটা উপকরণ- কুচো চিংড়িমাছ, পটলের খোসা, রসুন, কাঁচালঙ্কা, গোটা শুকনো লঙ্কা, ধনেপাতাকুচি, স্বাদমত নুন-মিষ্টি এবং সর্ষের তেল, সামান্য হলুদ।

প্রণালি- পাতা ভাল করে ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন। মাছ নুন- হলুদ মাখিয়ে লাল করে ভেজে নিন। শুকনো লঙ্কা তেলে ভেজে নেবেন। এবার সেদ্ধ করা পাতা রসুন, ভাজা শুকনোলঙ্কা, কালোজিরে এবং অল্প নুন দিয়ে বেটে নিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম করে কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। পাতাবাটা দিন, ভাল করে নাড়ুন। এতে স্বাদমত নুন-মিষ্টি এবং ধনেপাতাকুচি দিয়ে ভাল করে অল্প আঁচে ভাজুন। নামানোর আগে চিংড়ি মাছ দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন।

মানকচু পাতা বাটা

উপকরণ- কচি মানকচু পাতা, কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা, রসুন, স্বাদ মত নুন-মিষ্টি, রাই সর্ষে, সর্ষের তেল।

প্রণালী- প্রথমে পাতা (মানকচু গাছের নতুন পাতা যখন ওঠে, সেই কচি পাতা) হাল্কা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর এই পাতা, রসুন, কাঁচালঙ্কা এবং রাই সর্ষে সব একসঙ্গে নিয়ে ভাল করে বেটে নিন। এবার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে তাতে কালোজিরে এবং গোটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। ফোড়নের গন্ধ বার হলে এই পাতাবাটার মিশ্রণ দিয়ে ভালো করে ভাজুন। স্বাদ মত নুন এবং মিষ্টি দিন। কিছুক্ষণ ঢিমে আঁচে রান্না করে নামিয়ে নিন।

বাধাকপির পাতাবাটা

উপকরণ- বাঁধাকপির পাতা, গোটা কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা, রসুন, গোটা শুকনোলঙ্কা, স্বাদ মত নুন-মিষ্টি এবং সর্ষের তেল।

প্রণালি- পাতা আগে ভাল করে ধুয়ে ভাপিয়ে নিন। এবার এই সেদ্ধপাতা রসুন, কালোজিরে, লঙ্কা দিয়ে বেটে নিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম করে তাতে এই পাতাবাটা দিয়ে ভাজুন। স্বাদ মত নুন এবং মিষ্টি দিন। নাড়াচাড়া করুন। ভাল ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিন।

চুল দিয়ে তৈরি টুথপেস্টে মিলবে দাঁতের সুরক্ষা

আপনার নিজের চুল থেকে তৈরি টুথপেস্ট আপনার ক্ষতিগ্রস্ত দাঁতকে মেরামত করতে ও সুরক্ষা দিতে পারে এমনটাই বলছেন যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ লন্ডনের বিজ্ঞানীরা।

তারা খুঁজে পেয়েছেন, চুল, ত্বক ও পশম থেকে পাওয়া কেরাটিন দাঁতের এনামেল মেরামত করতে পারে। পাশাপাশি এই টুথপেস্ট দাঁতের ক্ষয়ের প্রাথমিক ধাপগুলো থামাতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের মুখের লালায় থাকা খনিজের সঙ্গে ওই কেরাটিন মিশে দাঁতের ওপর একটি প্রাকৃতিক এনামেলের মতো সুরক্ষা আবরণ তৈরি করে।

গবেষণা প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ও পিএইচডি গবেষক সারা গামেয়া বলেন, বর্তমান দাঁতের চিকিৎসায় আমূল পরিবর্তন আনার মতো বিকল্প এই কেরাটিন।

এ প্রযুক্তি জীববিজ্ঞান ও দাঁতের চিকিৎসার মাঝের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। এ ছাড়া এটি এমন এক পরিবেশবান্ধব উপাদান, যা শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে।

তিনি আরও বলেন, এটি যে কেবল চুল ও ত্বকের মতো জীববর্জ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়, তা নয়। দাঁতের চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রচলিত রেজিনের প্রয়োজনীয়তাও এটি দূর করে। রেজিন সাধারণত বিষাক্ত ও কম টেকসই। অ্যাডভান্সড হেল্‌থকেয়ার ম্যাটেরিয়ালস জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণায় বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা পশম বা লোম থেকে কেরাটিন সংগ্রহ করেছিলেন।

তারা আবিষ্কার করেন, দাঁতের গায়ে যখন কেরাটিন লাগানো হয়, তখন তা লালায় থাকা প্রাকৃতিক খনিজের সংস্পর্শে এসে একটি সুশৃঙ্খল স্ফটিকের মতো কাঠামো তৈরি করে। এটি তখন দাঁতের আসল এনামেলের মতোই দেখতে হয় ও ঠিক তেমনভাবেই সুরক্ষা দেয়।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওই স্ফটিকের মতো কাঠামো ক্যালসিয়াম ও ফসফেট আয়নকে আকর্ষণ করে ও ধীরে ধীরে দাঁতের চারপাশে এনামেলের মতো একটি সুরক্ষা আবরণ তৈরি করে।

অ্যাসিডিক খাবার ও পানীয়, ঠিকমতো দাঁত না মাজা এবং বয়সের কারণে দাঁতের এনামেল ক্ষয় ও নষ্ট হয়। ফলে দাঁতে সেনসিটিভিটি বা স্পর্শকাতর হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়, ব্যথা হয় ও শেষে দাঁত পড়েও যেতে পারে।

কিংস কলেজ লন্ডনের সিনিয়র লেখক ও প্রোস্থোডন্টিক্স কনসালটেন্ট ড. শেরিফ এলশারকাওয়ি বলেন, হাড় ও চুলের মতো এনামেল নতুন করে হয় না।

একবার হারালে, তা চিরতরেই হারিয়ে যায়। আমরা এখন এমন এক যুগে প্রবেশ করছি যেখানে বায়োটেকনোলজি শুধু রোগের উপসর্গ কমাচ্ছে না, বরং শরীরের নিজস্ব উপাদান ব্যবহার করেই শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনছে। তিনি আরও বলেন, এ প্রযুক্তির আরো উন্নত হলে ও ঠিকঠাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করলে আমরা হয়তো দ্রুতই সাধারণ চুল কাটার মাধ্যমেই দাঁতের জন্য আরো মজবুত এনামেল তৈরি করতে পারব।

জল পানের এই ৪ ভুলে হতে পারে ভয়াবহ বিপদ

জল খুবই প্রয়োজনীয় হলেও এটি পান করা সবচেয়ে সহজ মনে করি আমরা। সংবামাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমরা যেভাবে পানি পান করি, তাতে কী পার্থক্য থাকে? এ প্রশ্নের পরই বলা হয়েছে, জল দ্রুত গিলে ফেলা থেকে শুরু করে খাবারের সময় পান করাসহ নানা ভুল হয় আমাদের। জলের ব্যাপারে বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ রায়ান ফার্নান্দো বলেছেন, স্বাস্থ্য সর্বোচ্চ ভালো অবস্থানে রাখতে ও শক্তি সঞ্চাবে জল পানের ভুলগুলো করা যাবে না।

ভুলগুলো জেনে নেয়া যাক-

১. দ্রুত জল পান করা ছোট্ট একটি শক পাওয়ার সামিল। দ্রুত জল পান না করাই ভালো। জল গিলে ফেলার আগে মাত্র ২-৩ সেকেন্ডের জন্য হলেও মুখের চারপাশে সংকুচিত করা উচিত।

২. খুব গরম বা ঠান্ডা জল পান অনেকেই শীতের সময় গরম জল এবং গরমের সময় ঠান্ডা জল পান করেন। এখানেই মূলত ভুল হয়। সবসময় নিয়মিত তাপমাত্রায় জল পান করতে হবে। তা না হলে শরীরকে প্রথমে বাসা-বাড়ির স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনতে হবে এবং এটি প্রক্রিয়ার জন্য দ্বিগুণ চেষ্টা চালাতে হবে।

৩. খাবারের সময় জল পান খাবার খাওয়ার সময় জল পান করার কথা নিষেধ করা হয়। এতে খাবার ভেঙে ফেলা কঠিন হয়ে যায়। খাবার খাওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে বা পরে পানি পান করা ভালো।

৪. প্লাস্টিকের বোতলে জল রাখা: অনেকেই প্লাস্টিকের বোতলে জল সংরক্ষণ করেন এবং বোতল থেকে জল পান করেন। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কেননা, তাপে রাখা প্লাস্টিকের বোতলগুলো মাইক্রোপ্লাস্টিক ছেড়ে দেয়, যা জলের সঙ্গে মিশে যায়।

ত্বকের যত্নে সেরা খাবার

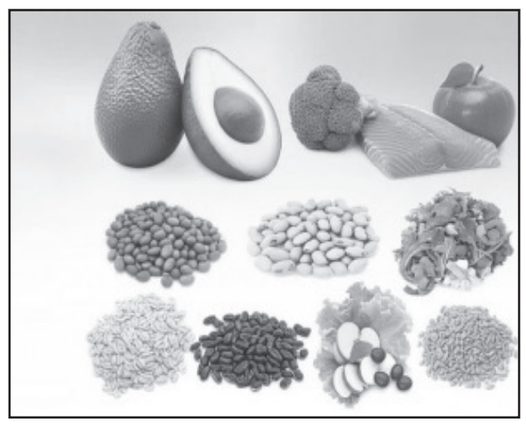

সোরিয়াসিস একটি দীর্ঘস্থায়ী চর্মরোগ, যেখানে ত্বকের ওপর লালচে দাগ ও খোসা পড়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। এ রোগে সরাসরি খাদ্যই একমাত্র চিকিৎসা নয়, তবে সঠিক ডায়েট শরীরের প্রদাহ কমাতে ও উপসর্গ হ্রাসে সহায়ক হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দেন। সোরিয়াসিসের চিকিৎসার জন্য ঘরোয়া প্রতিকার তেল, ইপসম সল্ট বা ওটমিল দিয়ে ময়শ্চারাইজিং বাথ অ্যালোভেরা ক্রিম ওমেগা-৩ জাতীয় খাবার যেমন মাছ, তিতির বীজ এবং আখরোট হলুদ/কারকিউমিন পরিপূরক ওরেগন আঙ্গুর ক্রিম আপনার সোরিয়াসিস থাকলে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া আপনার লক্ষণগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে। এখানে কিছু খাদ্যতালিকাগত টিপস আছে: আরও ফল এবং শাকসবজি খান: এই খাবারগুলি ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে।পুরো শস্য চয়ন করুন: পরিশোধিত শস্যের পরিবর্তে বাদামী চাল, ওটমিল এবং পুরো গমের রুটির মতো পুরো শস্য বেছে নিন। তারা আপনার পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করতে পারে। স্বাস্থ্যকর চর্বি অন্তর্ভুক্ত করুন: ওমেগা -৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের উত যোগ করুন, যেমন ফ্যাটি মাছ (যেমন সালমন), ফ্ল্যাক্সসিড এবং আখরোট। এই চর্বি প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে। হাইড্রেটেড থাকুন: আপনার ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে এবং আপনার শরীরকে টক্সিন বের করে দিতে প্রচুর পানি পান করুন।

লাল মাংস এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার সীমিত করুন: লাল মাংস, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং চিনিযুক্ত খাবার কমানোর চেষ্টা করুন, কারণ এগুলো প্রদাহ বাড়াতে পারে।

ফ্লেয়ার-আপ ট্রিগারকারী খাবারগুলি এড়িয়ে চলুন: কিছু লোক দেখতে পায় যে কিছু খাবার যেমন দুগ্ধজাত খাবার বা গ্লুটেন তাদের লক্ষণগুলিকে আরও খারাপ করতে পারে। আপনার শরীরের প্রতি মনোযোগ দিন এবং যে কোনও খাবার এড়িয়ে চলুন যা ফ্লেয়ার-আপগুলিকে ট্রিগার করে বলে মনে হয়। পরিমিত অ্যালকোহল গ্রহণ: পরিমিত পরিমাণে অ্যালকোহল পান করা বা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া ফ্লেয়ার-আপ কমাতে সাহায্য করতে পারে, কারণ অ্যালকোহল কখনও কখনও সোরিয়াসিসের লক্ষণগুলিকে ট্রিগার করতে পারে।

আগুন ছাড়াও বানানো যায় ৫ খাবার

ঊর্ধমুখী তাপমাত্রা আর আর্দ্রতার জোড়াফলায় যখন সকলের গলদঘর্ম দশা, তখন যাঁকে রান্না করতে হয় তাঁর অবস্থা কী হয়! এমন সময়ে সেই মানুষটিকে খানিক স্বস্তি দিতে বদল আনা যেতে পারে মেনুতে। না, পুষ্টিতে ঘাটতির আশঙ্কা থাকবে না। তবে আগুন ছাড়াই তৈরি করা যাবে কিছু পদ। এতে প্রতিদিনের খাবারে কিছুটা যেমন স্বাদ বদল হবে, তেমনই গরমে রান্না করতে গিয়ে আগুনের তাপ থেকে একটু স্বস্তি মিলবে।

স্যান্ডউইচ-সকালটা স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে শুরু করাই ভাল। বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে রকমারি স্যান্ডইউচ। যেখানে রান্না করার দরকার পড়বে না। বিভিন্ন সব্জি পেঁয়াজ, গাজর, শসা, ক্যাপসিকাম কুচিয়ে মেয়োনিজ, গোল মরিচ, স্বাদমতো নুন ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে পুর। মেয়োনিজ না ব্যবহার করতে চাইলে জল ঝরানো টক দই-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। দুটো পাঁউরুটির মধ্যে পছন্দের পুর ভরে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে স্যান্ডউইচ।

রায়তা-টক দই ফেটিয়েতাতে পেঁয়াজ, শসা, টমেটো মিশিয়ে রায়তা বানিয়ে নেওয়া যায়। স্বাদ বাড়াতে গোল মরিচের গুঁড়ো ও ভাজা জিরে গুঁড়ো যোগ করা যেতে পারে। স্বাদ বদলে বাজার থেকে শুকনো বোঁদে কিনে আনতে পারেন। সব্জির বদলে শুকনো বোঁদে ও গোল মরিচেরগুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, চাট মশলা মিশিয়ে করে ফেলা যায় বোঁদের রায়তা।

পনির চাট স্যালাড-স্যালাড স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভাল। অনেকেই দুপুরের খাবার বা রাতের খাবারে শুধু স্যালাড খান। রান্না করতে হবে না এমন উপাদান দিয়ে বানিয়ে ফেলা যায় কিছু স্যালাড। লেটুস পাতা, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো, শসা, পনিরের টুকরো দিয়ে স্যালাড বানানো যেতে পারে। পনিরের বদলে টোফু যোগ করা যেতে পারে। আবার চাইলে অঙ্কুরিত ছোলা, মটরও মেশানো যায়। স্যালাডে স্বাদ আনতে অলিভ অয়েলে থেঁতো করা রসুন ও লেবুর রস দিয়ে উপর থেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। উপর থেকে সামান্য নুন, গোলমরিচ ও চাট মশলা ছড়িয়ে দিলে খেতে হবে আরও ভাল। পুষ্টিগুণ বাড়াতে সাদা তিল, ফ্ল্যাক্স সিডও যোগ করা যায়।

দই চিঁড়ে- গরমের দিনে দই আর চিঁড়ে শরীর ঠান্ডা রাখে। তবে স্বাদ বদলে তা একটু অন্য ভাবে তৈরি করা যেতে পারে। চিঁড়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। টক দই স্বাদমতো নুন দিয়ে ফেটিয়ে চিঁড়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এতে যোগ করা যেতে পারে পেঁয়াজ, লঙ্কা কুঁচি, বেদানাও।

শ্রীখণ্ড- মিষ্টি জাতীয় কিছু চাইলে বানিয়ে নেওয়া যায় শ্রীখণ্ড। জল ঝরানো দই নিয়ে নিতে হবে। দই বেশি টক না হলেই ভাল। দইটাকে অনেক ক্ষণ ধরে ফেটিয়ে নিতে হবে। বেশি শুকনো মনে হলে দুধ দিয়ে সামান্য পাতলা করে নেওয়া যেতে পারে। মিশিয়ে নিতে হবে স্বাদমতো চিনির গুঁড়ো। ভাল করে মিশিয়ে উপর থেকে পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দিলেই হবে।

ফুলের সুবাসে বশে থাকবে উদ্বেগ, মন হবে শান্ত

গন্ধ। ভাল গন্ধ শুধু যে মন ভাল করে দেয় তা-ই নয়, গন্ধ মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। অফিস-বাড়ি মিলিয়ে প্রতিদিনের হাজার ঝক্কি, লক্ষ্যপূরণের চাপে ইদানীং প্রত্যেকের জীবনেই মানসিক চাপ বাড়ছে। ক্রমাগত মানসিক চাপ থেকে উদ্বেগও তৈরি হচ্ছে। তবে প্রতিদিনের এই চাপ-উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে ফুলের সুবাস।

বাজার থেকে ফুল কিনে আনার পাশাপাশি, কিছু ফুলের গাছ বাড়িতেই করা যায়, তা হলে তা আরও ভাল।

ল্যাভেন্ডার- দেখতেই যেমন সুন্দর, গন্ধও তেমন স্নিগ্ধ। এর গন্ধে মন হয় শান্ত। অ্যারোমা থেরাপিতে ল্যাভেন্ডার ব্যাবহার করা হয় মানসিক চিন্তা, উদ্বেগ কমাতে।

ক্যামোমাইল- ক্যামোমাইল ফুল থেকে চা-ও তৈরি হয়। যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এর গন্ধ মন ভাল করে তুলতে পারে। উদ্বেগ, চাপ কমাতে ক্যামোমাইলের গন্ধ বিশেষ সহায়ক।

জুঁই- গরমের দিনে ফোটে এই ফুল। যেখানে গাছ থাকে, তার বেশ খানিক দূর থেকেই এর মিষ্টি গন্ধ টের পাওয়া যায়। সাদা ফুলটি প্রায় সকলেই পছন্দ করেন। বাড়িতে যদি জুঁইয়ের গাছ থাকে, তা হলে টাটকা ফুলের মিষ্টি সুবাস এমনি মিলবে। না-হলে ঘরের মধ্যে একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে জুঁই ফুল ছড়িয়ে রাখলেও ঘর ভরে যায়। ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরলে সেই গন্ধ নিমেষে মন ভাল করে দেয়।

গোলাপ- এর রূপ-গন্ধ নিয়ে আলাদা কিছু বলার অপেক্ষা থাকে না। কবিতা থেকে গান, প্রেম সর্বত্রই এই ফুল। অ্যারোমাথেরাপিতে এই ফুলের ব্যবহার হয় মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে ও মন ফুরফুরে রাখতে। প্যাশন ফ্লাওয়ার- এই ফুলের গন্ধেও এমন কিছু আছে, যা মনকে অশান্ত মনকে শান্ত করে তুলতে সাহায্য করে। উদ্বেগ কমায়।

লেমন বাম- পুদিনা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এই গাছ। মনকে শান্ত করতে এর গন্ধও সহায়ক। এর পাতা হাতে ঘষলে সুন্দর গন্ধ বেরোয়। এর গন্ধই মনের উপর প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও এই পাতার গুণ অনেক।

ভ্যালেরিয়ান- এর শিকড় অনিদ্রা, উদ্বেগ কমাতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। চায়ের মাধ্যেও এটি সেবন করা যায়।

হেঁশেলের দরকারি জিনিস ভিনিগার দিয়ে পরিষ্কার করলেই সেগুলি দীর্ঘায়ু হবে

রান্নাঘর এবং রান্নার কাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিষ্কার করা একটা বেশ ঝক্কির বিষয়। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাটা জরুরি। শরীর খারাপের একটা ঝুঁকি তো থাকেই, সেই সঙ্গে রান্না করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এ সব ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি কী দিয়ে পরিষ্কার করবেন, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। হেঁশেলে ভিনিগার থাকলে কিন্তু এই চিন্তা অমূলক। কোন জিনিসগুলি ঘন ঘন নোংরা হোক তা না চাইলে ভিনিগার দিয়ে পরিষ্কার করবেন?

ফ্রিজ- অত্যন্ত দরকারি একটি যন্ত্র। ফ্রিজ খারাপ হয়ে গেলে অনেকেরই মাথায় হাত পড়ে যায়। ঘর এবং বাইরে দুটোই একা হাতে সামলাতে গেলে ফ্রিজ ঠিক রাখা জরুরি। তার জন্য ফ্রিজের চাই বাড়তি যত্ন। ফ্রিজ পরিষ্কারে কোনও ঘাটতি রাখা যাবে না। সে ক্ষেত্রে ভিনিগার হতে পারে মোক্ষম অস্ত্র। ফ্রিজ ফাঁকা করে ভিতরে এবং বাইরে ভিনিগার স্প্রে করে নিন। ভিনিগার স্প্রে করার পর ঘণ্টাখানেক ফ্রিজ ব্যবহার করবেন না। এ ভাবে যত্ন নিলে ফ্রিজ দীর্ঘায়ু হবে।

মাইক্রোওয়েভ অভেন- মাইক্রোওয়েভও রোজের জীবনে কাজে লাগে। খাবার গরম করা থেকে নতুন খাবার বানানো মাইক্রোওয়েভ অভেন বেশ দরকারি যন্ত্রগুলির মধ্যে একটা। তবে একটানা ব্যবহার করার ফাঁকে যন্ত্রের যত্নও প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে ভিনিগার বেশ কার্যকরী। একটা বাটিতে জল আর ভিনিগার মিশিয়ে মাইক্রোওয়েভ অভেনের মধ্যে রেখে যন্ত্র চালু করে দিন। এক মিনিট রেখে ভিনিগারের বাটি বার করে আনুন। ভিনিগার মাইক্রোওয়েভের ভিতরে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জীবাণু ধ্বংস করে দেবে।

কফি মেকার- সকালে উঠেই কফির কাপে চুমুক দেওয়া চাই। কফি বানানো হয়ে গেলে কফি মেকারের কথা ভুলে গেলে চলবে না। কফি মেকারের যত্ন নিতে পারে ভিনিগার। জলের সঙ্গে অনেকটা ভিনিগার মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি কফি মেকারের মধ্যে ঢেলে একটু ঝাঁকিয়ে নিন। কফি মেকার পরিষ্কার করার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রবীন্দ্র হলে মত বিনিময় সভায় মিলিত হন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

থাইল্যান্ডে এয়ার মার্শাল অশুতোষ দীক্ষিতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা বৈঠক, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের বার্তা

ব্যাংকক, ২৮ আগস্ট : থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বার্ষিক চিফ অফ ডিফেন্স সম্মেলনের ২০২৫ সংস্করণ, আর সেই আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ফোরামের ফাঁকে ভারতের চিফ অব ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ এয়ার মার্শাল অশুতোষ দীক্ষিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাজ্যের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে।

সদর দপ্তর আইডিএস সূত্রে জানা গেছে, এয়ার মার্শাল দীক্ষিত বৈঠক করেছেন ভিয়েতনাম পিপলস আর্মির ডেপুটি চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল থাই দাই নগোক, দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের ভাইস অ্যাডমিরাল ক্যাং ডং গিল এবং যুক্তরাজ্যের রয়্যাল নেভির চিফ অব দ্য নেভাল স্টাফ জেনারেল স্যার গুইন জেনকিনস-এর সঙ্গে। এই বহুপাক্ষিক আলোচনা ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলিতে মূলত প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রসার, সামুদ্রিক নিরাপত্তায় একযোগে কাজ করার কৌশল, পেশাগত সামরিক বিনিময় জোরদার করা এবং নতুন অংশীদারিত্বের ক্ষেত্র হিসেবে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা -র ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।সদর দপ্তর আইডিএস এক্স হ্যান্ডেল থেকে দেওয়া বার্তায় বলা হয়েছে, ‘‘এই বৈঠকগুলি কৌশলগত সংলাপকে মজবুত করেছে, পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সুযোগ উন্মোচন করেছে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক ও তার বাইরেও শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।’’ এ ছাড়াও, এয়ার মার্শাল দীক্ষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের কমান্ডার অ্যাডমিরাল স্যামুয়েল পাপারোর সঙ্গে। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার উন্নয়ন, যৌথ অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সদর দপ্তর আইডিএস এই প্রসঙ্গে জানিয়েছে, ‘‘এই আলোচনাগুলি ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মভিত্তিক নিরাপত্তা কাঠামো গঠনে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করেছে।’’ উল্লেখ্য, সিএইচওডিস ২০২৫ সম্মেলনটি ২৬ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে ইউএস ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড এবং রয়্যাল থাই আর্মড ফোর্সেস। এই সম্মেলন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রায় সব দেশের চিফস অব ডিফেন্সদের একটি মঞ্চে নিয়ে এসেছে, যেখানে তারা সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সহযোগিতা, সাইবার প্রতিরোধ ক্ষমতা, মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া এবং সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, এই সম্মেলনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে যৌথ প্রস্তুতি, ইন্টারঅপারেবিলিটি এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও মজবুত হবে। এয়ার মার্শাল দীক্ষিতের উপস্থিতি এবং সক্রিয় কূটনৈতিক ব্যস্ততা ভারতের পক্ষ থেকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাব্যবস্থাগঠনেরস্পষ্টবার্তাবহন করে। এই সফর এবং আলোচনাগুলি ভারতীয় প্রতিরক্ষা নীতিতে বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়ার প্রমাণ, যা ভবিষ্যতে অঞ্চলীয় ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা কাঠামোকে আরও দৃঢ় করতে সহায়ক হবে।

মণিপুরে নিরাপত্তাবাহিনীর বড় সাফল্য: জঙ্গি ও মাদক চক্রে টান, বিপুল অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার, বহু গ্রেফতার

ইম্ফল, ২৮ আগস্ট: মণিপুরে সম্প্রতি চালানো একের পর এক সাঁড়াশি অভিযানে রাজ্যের নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গি কার্যকলাপ, অস্ত্র চোরাচালান ও মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দুই দিনে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পুলিশ, অসম রাইফেলস ও আধা-সামরিক বাহিনীর যৌথ অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য, মাদক পাচারকারী, অস্ত্র ব্যবসায়ী ও এক ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত। সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক, ইয়াবা ট্যাবলেট, হেরোইন, ব্রাউন সুগার ও নগদ টাকা, যা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি।

এই ধারাবাহিক অভিযানের শুরু হয় ২৬ আগস্ট, যখন ইম্ফল ওয়েস্ট জেলার সিংজামেই থানার অধীনস্থ চাঞ্চিপুর এলাকায় গ্রেফতার করা হয় ২৩ বছর বয়সী সুরজ ওইনাম ওরফে চিনোম্বা ও আবুঙ্গোকে, যে কাংগ্লেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি-এর সক্রিয় সদস্য। সে দীর্ঘদিন লুকিয়ে ছিল লামশাং মায়াই লাইকাই এলাকায়। পরদিন, ২৭ আগস্ট ইম্ফল ইস্ট জেলার থৌবাল ড্যাম থানার অন্তর্গত ইথাম ওয়াংমা মায়াই লাইকাই গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ-এর ২২ বছর বয়সী সদস্য সরংথেম ইবোমচা মেইতৈ ওরফে লুয়াংবাকে। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে, যা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। একই দিনে, মোরে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে গ্রেফতার করা হয় ভি শিবা ওরফে ঈশ্বর পাণ্ডেকে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে জোর করে টাকা তুলছিলেন এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত হয়ে অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এই অভিযানে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে, যাতে গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল প্রমাণ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযুক্তকে পরবর্তী তদন্তের জন্য কাকচিং জেলার প্যালেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

২৭ আগস্ট কাংপোকপি থানার আওতাধীন মাওহিং ও চাংওবাং গ্রামের মধ্যবর্তী জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন তৈরি ৫.৫৬ রাইফেল, ম্যাগাজিন, গুলি, স্ট্রিত .৩০৩ রাইফেল, লাইট মেশিনগানের যন্ত্রাংশ, একাধিক বিদেশি ও দেশি পিস্তল, গ্রেনেড, রেডিও সেট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। এছাড়াও সেকমাই থানার খোংনাংপোকপি ও নিউ কেইথেলমানবি থানার কটজিম এলাকার সংলগ্ন অঞ্চলে তল্লাশিতে উদ্ধার হয় দেশি তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র, কারবাইন, গ্রেনেড এবং ইম্প্রোভাইজড মর্টার। এই বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধারের ফলে স্পষ্ট, রাজ্যে এখনও সক্রিয় রয়েছে একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠী, যারা সীমান্ত অঞ্চলকে ব্যবহার করছে অস্ত্র ও সন্ত্রাস ছড়ানোর কাজে।

মাদক পাচার বিরোধী অভিযানে ২৬ আগস্ট চুরাচাঁদপুর জেলার বেহিয়াং ও বুয়ালকোট গ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় পাঁচজন পাচারকারীকে কাইগুনলাল হাউকিপ (২২), ডালজাগিন (৪৭), সাইগৌলাল হাউকিপ (৩২), থাংখোহাও (৩৪) ও স্যামুয়েল (৩০)। তাদের কাছ থেকে ৭২৮ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়, যা ৫৬টি সাবান কেসে রাখা ছিল। তিনটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি বোলেরো, একটি স্কুটার ও একটি পালসার বাইক। পরদিন সেনাপতি জেলার মার্টায়ার্স পার্ক এলাকায় গ্রেফতার করা হয় মোঃ ইউনুস খান (৩১)-কে, যার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২.২ কেজি ওজনের ডব্লিউওয়াই ট্যাবলেটের ৯২টি প্যাকেট। এ সময় একটি টাটা উইঙ্গার গাড়িও আটক করা হয়। থৌবাল জেলায় মাদক বিরোধী অভিযানে ধরা পড়ে মোঃ আজাদ খান (৩২), যার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৯০০ মিলি কোডিন সিরাপ, ১২ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ২০ গ্রাম মেথামফেটামিন এবং নগদ ১,৪৬, ৫৫০ টাকা।

এর আগেই ইম্ফল ওয়েস্ট জেলার ওল্ড লম্বুলানে এলাকায় জেল রোডের কাছে ধরা পড়ে দুই পাচারকারী এস. দাবিহাই মিক্রি (২১) ও এনগাওলোনি (৪৮)। তাদের কাছ থেকে ৩০টি সাবান কেসে রাখা ৩৪১ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। মাদক উদ্ধার অভিযানের এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, মণিপুর এখনো আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালান রুটের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এর পাশাপাশি, ১৭ মে নাগমজু গ্রামে সংঘটিত ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের মামলায় কুরিদিজিপি গ্রামের ৩৫ বছর বয়সী নেপুনি-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই মামলায় এটি দ্বিতীয় গ্রেফতার হলেও আরও একজন অভিযুক্ত এখনও পলাতক রয়েছে।সর্বশেষে, ২৬ আগস্ট টেনগনৌপাল জেলার মোরে শহরের সন্নিকটে হাওলেনফাই এলাকায় অসম রাইফেলস, স্থানীয় পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে এক সন্দেহভাজন অপরাধীকে, যার বিরুদ্ধে অস্ত্র পাচার ও তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। ওই ব্যক্তি ভিলেজ ভলান্টিয়ার্স ইস্টার্ন জোন নামক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অভিযান চলাকালীন উদ্ধার হয়েছে একটি মোবাইল ফোন, যা থেকে চোরাচালান ও তোলাবাজির নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এই পরপর সফল অভিযানে মণিপুর পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা রাজ্যের সন্ত্রাস, মাদক এবং অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে সদা তৎপর এবং সক্রিয়। যদিও পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি, এই পদক্ষেপগুলি জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়েছে এবং প্রশাসনের উপর আস্থা জোগাচ্ছে। তবু সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অনুপ্রবেশ, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান রুখতে ভবিষ্যতেও আরও কঠোর নজরদারি ও যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

গুপ্ত চেম্বারে হেরোইন ও ইয়াবা উদ্ধার

শ্রীভূমি, ২৮ আগস্ট: অসম পুলিশ একটি বড়সড় মাদক চক্রের পর্দাফাঁস করে মণিপুরের চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। শ্রীভূমি জেলায় একটি সন্দেহজনক গাড়ি থেকে গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখা ৬৫০ গ্রাম হেরোইন এবং ১০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে অনুমান করা হয়েছে।জেলার পুলিশ সুপার পার্থ প্রতীম দাস জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোটা জেলাজুড়ে একাধিক চেকপয়েন্ট বসানো হয়। ওই সন্দেহজনক গাড়িটি, বাইপাস রোডে আটকানো হয় এবং তল্লাশি চালানো হয়। ‘‘বিস্তৃত তল্লাশির পর গাড়ির জ্বালানি ট্যাঙ্কে একটি গোপন চেম্বার পাওয়া যায়। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় হেরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট,’’ সংবাদমাধ্যমকে জানান দাস। ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে উদ্ধার হওয়া বস্তু আসল মাদক।গ্রেপ্তার হওয়া চার অভিযুক্ত হলেন এল. সিংসন, টি. হাউকিপ, লেতসে বাইতে ও দৌঙ্গল হাউকিপ। এরা সকলেই মণিপুরের চুরাচাঁদপুর জেলার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক পাচারের গোটা নেটওয়ার্ক নিয়ে তদন্ত এখনও চলছে এবং আরও কয়েকটি নাম সামনে আসতে পারে।

ভারতীয় রপ্তানির ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর, বাণিজ্য দ্বন্দ্ব ও ভূরাজনৈতিক চাপের ইঙ্গিত

ওয়াশিংটন, ২৮ আগস্ট: ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের রপ্তানি পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করেছে, যা বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রয়োগ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ৬ আগস্ট জারি করা নির্বাহী আদেশ ১৪৩২৯-এর অধীনে এই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়, যেখানে আগের শুল্কের সঙ্গে আরও ২৫ শতাংশ যুক্ত করে মোট শুল্ক হার ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা সংস্থা এই আদেশ কার্যকর করার মাধ্যমে, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। হোয়াইট হাউস স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র বাণিজ্যঘাটতির জন্য নয়, বরং বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক কৌশলের অংশ। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হ্যাসেট বলেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছে এবং এর পেছনে রয়েছে দুই দেশের মধ্যে বাজার উন্মুক্তকরণে ভারতীয় অনমনীয়তা ও ভারতের রাশিয়ার তেল আমদানি অব্যাহত রাখা। তিনি বলেন, ‘‘আমরা যখন রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করছি যুদ্ধ বন্ধের জন্য, তখন ভারতের ভূমিকা আমাদের কৌশলগত অবস্থানকে দুর্বল করছে। পাশাপাশি, ভারত এখনও মার্কিন পণ্যের জন্য তাদের বাজার যথাযথভাবে উন্মুক্ত করছে না, যা বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষায় বাধা দিচ্ছে।’’

হ্যাসেট আরও বলেন, ‘‘বাণিজ্য আলোচনা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যেখানে সময়ে সময়ে ওঠানামা থাকবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যদি ভারত নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’’ এই মন্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আগামী দিনে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আরও চাপ সৃষ্টি হতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ এমন সময়ে এল যখন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার উপর আরও কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়াতে, এবং ভারত যাতে রাশিয়ার সাথে জ্বালানি বাণিজ্যে কিছুটা হলেও সংযম দেখায়।

অন্যদিকে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, তারা নিজেদের ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’ এবং ‘জাতীয় স্বার্থ’ থেকে একচুলও সরবে না। ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন, ভারত তার রপ্তানিভিত্তিক অর্থনীতির উপর খুব বেশি নির্ভরশীল নয়। বর্তমানে ভারতের জিডিপি-র প্রায় ৬০ শতাংশ আসে অভ্যন্তরীণ ভোক্তা ব্যয়ে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি এর মাত্র ২ শতাংশের সমান। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার, তবুও ভারত সরকার মনে করে, এই চাপ সামাল দেওয়ার মতো আর্থিক ভিত্তি ও কৌশল ভারতের আছে। এই শুল্ক বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে, ভারত সরকার দ্রুত অর্থনৈতিক স্থিতি রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি নীতিগত পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে জিএসটি পুনর্গঠন, রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসায়িক আস্থা ফেরানোর মতো উদ্যোগ রয়েছে। সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, ‘‘আমরা ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য প্রভাবের একটি বিশ্লেষণ করেছি এবং সেই অনুযায়ী সেক্টরভিত্তিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করছি। ভারতীয় শিল্প ও রপ্তানিকারকদের পাশে থাকবে সরকার।’’ এই পরিস্থিতিতে স্পষ্ট যে, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক এক নতুন ও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে অর্থনৈতিক চাপের পাশাপাশি ভূরাজনৈতিক চাপও জোরদার হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি হলেও, দেশীয় স্বার্থ রক্ষায় কোনও আপস না করেই ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে ভারতের মূল চ্যালেঞ্জ।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর জাপান ও চীন সফর: দুই দেশের সঙ্গে কৌশলগত ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারে উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট --- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সন্ধ্যায় জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন ১৫তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য। এটি তাঁর অষ্টম জাপান সফর হলেও, জাপানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে এটিই হবে প্রথম শীর্ষ বৈঠক। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সফরে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পূর্ণ পর্যালোচনা করবেন, যা অন্তর্ভুক্ত করবে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ। পাশাপাশি, তাঁরা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করবেন। এই বৈঠক ভারত ও জাপানের দীর্ঘদিনের ‘স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড গ্লোবাল পার্টনারশিপ’-এর ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক বহু প্রাচীন এবং মূলত আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দুই দেশই এশিয়ার প্রধান গণতান্ত্রিক শক্তি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। ২০০০ সালে ‘গ্লোবাল পার্টনারশিপ’ হিসেবে এই সম্পর্কের সূচনা হলেও, তা ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে ২০১৪ সালে ‘স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড গ্লোবাল পার্টনারশিপ’-এ রূপান্তরিত হয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে প্রতিবছর নিয়মিত বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ভারত ও জাপান একে অপরের প্রতি কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং অভিন্ন মূল্যবোধ ভাগ করে নিচ্ছে। গত এক দশকে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা অনেক বিস্তৃত হয়েছে বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এবং জনগণের মধ্যে বিনিময় ক্ষেত্রে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জাপান ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২২.৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে, ২০০০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতে জাপানের সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে, যা জাপানকে ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম বিনিয়োগকারী দেশে পরিণত করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর এশিয়া সফরের দ্বিতীয় পর্বে, তিনি ৩১শে আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিতব্য সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর আমন্ত্রণে এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী মোদী বেশ কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করার কথা রয়েছে। ২০১৭ সালে ভারত এসসিও-র পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দেয় এবং ২০২২-২৩ সালে সংস্থার রাষ্ট্রপ্রধানদের কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করে। এবারের শীর্ষ সম্মেলনে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই সফরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের কৌশলগত সম্পর্ককে আরও গভীর করার সুযোগ পাচ্ছেন। বিশেষত, জাপান ও চীনের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা ভারতের কূটনৈতিক নীতি ও আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

‘লোকের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না’: বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৮ আগস্ট: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার কলকাতায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক সমাবেশে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুলে বলেন, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন কাউকে বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেবেন না। সভামঞ্চ থেকে মমতা দাবি করেন, বিজেপি সারা দেশ থেকে ৫০০-রও বেশি দল পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, যাদের কাজ হচ্ছে ভোটার তালিকা থেকে মানুষের নাম মুছে ফেলা। তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করে বলেন, প্রত্যেককে নিজের ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে হবে এবং আধার কার্ড সহ সব নথি ঠিকঠাক আছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি স্পষ্ট বলেন, ‘‘আপনারা নিজেরা দেখে নিন, ভোটার তালিকায় নাম আছে কিনা। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, কারও ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, কমিশন সারা বছর রাজ্য সরকারি অফিসারদের হুমকি দিচ্ছে, যদিও সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তাঁর ভাষায়, ‘‘ইলেকশন কমিশনের ক্ষমতা নির্বাচনের তিন মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সারা বছর নয়। এখন আমাদের অফিসারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। এটা আমরা মেনে নেব না।’’ মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

এই প্রসঙ্গে ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়েও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। মমতা বলেন, বিজেপি বাংলার মানুষকে তাদের ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি ভুলিয়ে দিতে চাইছে। ‘‘তারা ভাষাগত সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। যদি বাংলা ভাষাই না থাকে, তবে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় গীত কোন ভাষায় লেখা হয়েছে? তারা চাইছে সবাই ভুলে যাক বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান। এটা আমরা বরদাস্ত করব না,’’ বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, তিনি দাবি করেন, ‘‘তাদের পূর্বসূরিরা ব্রিটিশদের এজেন্ট ছিল, যারা জেল থেকে মুক্তি পেতে অঙ্গীকারনামা দিত। আর আজ তারাই দেশপ্রেমের কথা বলছে!’’এদিনের ভাষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগও আনেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর মতো প্রকল্প চালু করে যেখানে নারীদের ক্ষমতায়ন করছে, সেখানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ‘দুর্নীতির ভাণ্ডার’ তৈরি করেছে। তাঁর কটাক্ষ, ‘‘আমরা নারীদের জন্য কাজ করছি, আর ওরা দেশ লুটছে। বিজেপির কাছে উন্নয়ন মানেই দুর্নীতি আর ভাইপোতন্ত্র।’’

মুখ্যমন্ত্রী শুধু বিজেপি নয়, বামেদেরও আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, কেরালার সিপিএম সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করেছে। ‘‘কেরালার সিপিএম সরকার বলছে, নেতাজি ব্রিটিশদের ভয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। এটা নিন্দনীয়। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই,’’ বলেন মমতা। তিনি আরও বলেন, বাংলায় বামেরা এখন বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

সব মিলিয়ে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিনের বক্তব্য ছিল বিজেপি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এক চরম রাজনৈতিক আক্রমণ, যেখানে ভাষা, সংস্কৃতি, ভোটাধিকার এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিয়ে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনি রাজ্যের জনমতকে সতর্ক করতে চাইলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা স্পষ্ট: পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির বিরুদ্ধে যে কোনও চক্রান্তের বিরুদ্ধেই তিনি আপসহীন।

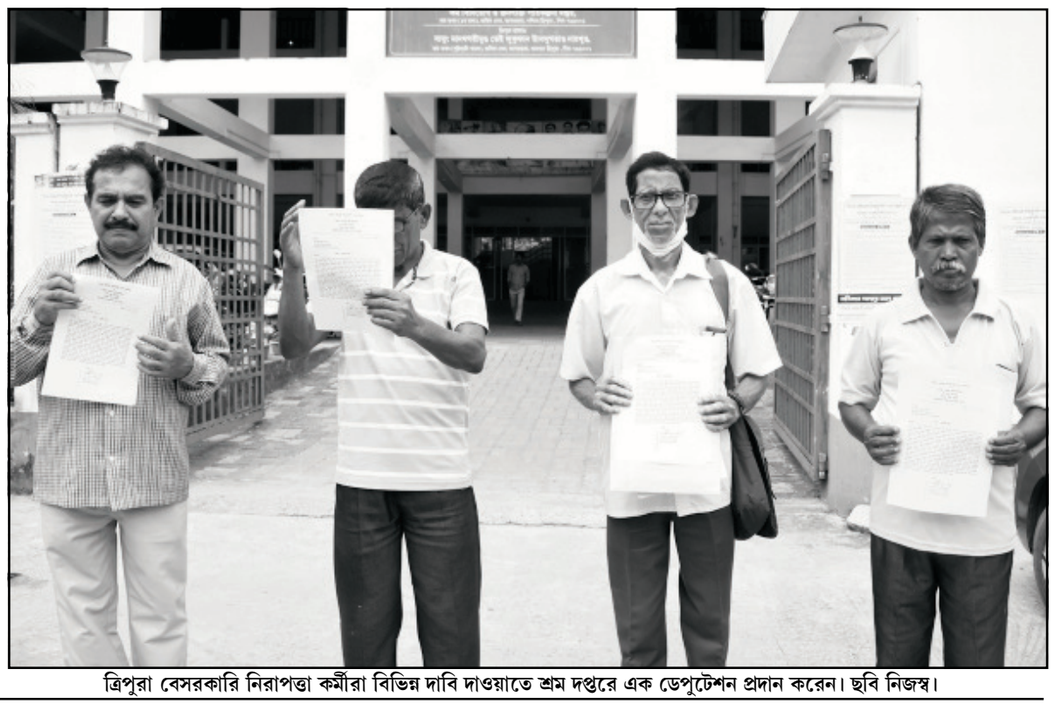

ত্রিপুরা বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা বিভিন্ন দাবি দাওয়াতে শ্রম দপ্তরে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি নিজস্ব।

আচমকাই ট্রান্সফরমারে আগুন, অল্পতে রক্ষা পেল সূর্য্য চৌমুহনী এলাকা

আগরতলা, ২৮ আগস্ট : আচমকাই সূর্য্য চৌমুহনিস্থিত হকার্স মার্কেটের বিপরীত পাশে একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে আগুন ধরে যায়। তাতেই মুহূর্তেই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দমকলবাহীনির তাৎক্ষণিক উপস্থিতিতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে এলাকাবাসী ও আশপাশের দোকানপাট।

এবিষয়ে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ট্রান্সফরমারটির নিচে দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা জমা হচ্ছিল। এতে করে বৈদ্যুতিক স্পার্কের মাধ্যমে সহজেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মী।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল থেকে ৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: জাতীয় ক্রীড়া দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান উদযাপন উপলক্ষ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ২৯ আগস্ট থেকে ৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, ২৯ আগস্ট সকালে আগরতলা টাউনহলে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এতে রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সংবর্ধিত করা হবে। তাছাড়া রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমায় এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হবে। ঊনকোটি, নীরমহল এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ এই তিনটি আইকনিক স্থানে সকাল ৭টায় যোগা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ আগস্ট বিকালে বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, জুডো, ব্যাডমিন্টন, হকি, ফুটবল, ভলিবল, জিমন্যাস্টিক, টেনিস ও কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এদিনই রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় যথাক্রমে ৩টি ও ২টি ক্রীড়া বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ৩১ আগস্ট রাজ্যের সবগুলি মহকুমা, জেলা ও রাজ্যস্তরে সানডে অন সাইকেল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলায় রাজ্যস্তরীয় এই কর্মসূচি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে সার্কিট হাউস হয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ফিরে আসবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় আরও জানান, এই কর্মসূচিতে রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্যদের কমপক্ষে ১ ঘন্টা খেলাধুলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাছাড়া কর্মসূচিগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প ও মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভাগে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এবং ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে মোট ৩৯ জন খেলোয়াড়কেও পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী এবং অধিকর্তা এল, ডার্লং।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জনসুরক্ষা বীমা অভিযানে ঐতিহাসিক সাফল্য, লালজুড়ি ব্লকে ৪৫০-এরও বেশি আবেদন জমা

আগরতলা, ২৮ আগস্ট : একত্রে চলো স্বাবলম্বী হই, গড়ি নতুন সমাজ এই স্লোগানকে সামনে রেখে আজ লালজুড়ি ব্লকের গ্রামীণ জনপদে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষার এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। লালজুড়ি টিআরএলএম ব্লক টিম ও লালজুড়ি ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক বিশেষ জনসুরক্ষা বীমা ক্যাম্পের অভিযানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন এর সদস্যরাই হলেন গ্রামীণ উন্নয়নের প্রকৃত স্তম্ভ।

প্রগতি সিএলএফ ও উন্নতি সিএলএফ-এর কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার (সিএসপি) এবং সদস্যগণ তাদের অদম্য উদ্যোগ, ও অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে অসামান্য কাজ করেছেন। তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ মোট ৩০১টি প্রধান মন্ত্রী সুরক্ষা বীমা এবং ১৪৪টি প্রধান মন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা- এর সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন সহ আবেদনপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

আজ লালজুড়ি ব্লক কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত আবেদনপত্র লীড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার প্রসুন কান্তি দাসের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালজুড়ি ব্লকের বিডিও ময়ুখ দত্ত মজুমদার, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা থেকে আগত আরবিআই-র এর আধিকারিক অমন পোদ্দার এবং টিআরএলএম এর ব্লক স্টাফ রনি সুত্রধর , অ্যাকাউন্টেন্ট রাজীব সিনহা, সুস্মিতা দাস এবং অফিস সহকারী হৃষিকেশ দাস।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রগতি ও উন্নতি সিএলএফ- এর সমস্ত পরিচালন সমিতি ও কার্য্যনির্বাহী সমিতি -এর সদস্য ও সমস্ত সক্রিয় সিএসপি এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলে।

আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর লীড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার প্রসূন কান্তি দাস এই ঐতিহাসিক উদ্যোগের জন্য সমস্ত সিএসপি, সিএলএফ সদস্য ও আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আশ্বাস দেন যে মোট ৪৫০-এরও বেশি এই বীমা আবেদনগুলি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাংক — পিএনবি, টিজিবি, টিএসসিবি, ক্যানারা, ইউকো ও এসবিআই ইত্যাদি ব্যাংক এর শাখাগুলিতে নিবন্ধিত করা হবে এবং বীমাগ্রহীতাদের বীমা সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে অতিশীঘ্রই।

এই সাফল্য কেবল একটি সংখ্যার শুধু কাহিনী নয়; এটি হল সমষ্টিগত প্রচেষ্টা, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাবলম্বনতার এক জীবন্ত উদাহরণ। এটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে সঠিক দিকনির্দেশনা এবং অঙ্গীকার থাকলে গ্রামীণ নারী পুরুষদের থেকে ও অসাধ্যকে সাধন করতে পারেন। লালজুড়ির টিআরএলএম এই কর্মীগণ দেখিয়ে দিলেন যে তারা আর কেবল সুবিধাভোগী নন, বরং জাতি গঠনের অগ্রদূত, গ্রামীণ উন্নয়নের মেরুদণ্ড। তাদের এই সাফল্য সমগ্র রাজ্যের জন্য এক অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। প্রগতি ও উন্নতি প্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন এর সিএসপি ও সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে। এলডিএম আরবিআই ও অফিসিয়াল ব্লকের ভিডিও এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের রুটিন তল্লাশিতে ধরা পড়লো তিন লক্ষ টাকার শুঁকনো গাঁজা, ধৃত এক

আগরতলা, ২৮ আগস্ট : দীর্ঘদিন যাবত বিরতির পর ফের বৃহস্পতিবার দুপুরে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের নাকা চেকিং এ ধরা পড়লো প্রায় তিন লক্ষ টাকার গাঁজা। সাথে লরি চালককে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার জানা যায় প্রতিদিনের ন্যায় নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চলাকালীন সময়ে আগরতলা থেকে আসা এএস০১এমসি ৬২৯৭ নম্বরের একটি কন্টেইনার মিনি লরি আটক করে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। পরে গাড়িটিতে তল্লাশি চালালে এমাজন এর রিটার্ন সামগ্রীর আড়ালে লোকানো মোট দশটি প্যাকেট ২৬ কেজি ২০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ।ডিসিএম টি দেববর্মা ও ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিক এন কে রিয়াং এর উপস্থিতিতে পুলিশি পক্রিয়া সম্পন্ন করে উদ্ধার কৃত গাঁজা গুলি সিজ করা হয় ।সাথে লরি চালক সফিউর রহমান (৩০)পিতা তালুকদার সর্দারকে আটক করা হয়। জানা যায় ধৃত চালকের বাড়ি আসামের গোয়ালপাড়া জেলার বলদমারী চর এলাকায় ।গাড়িটি আগরতলা থেকে শিলচর যাওয়ার উদ্দেশ্য আসছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ ।তাছাড়া জব্দ কৃত গাঁজা গুলির কালোবাজার মূল্য আনুমানিক তিন লক্ষ টাকার মত হবে ।ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট এনডিপিএস দ্বারায় মামলা রজু করে তদন্ত অব্যাহত রাখা হবে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা।

পাঁচ দিনের শিশুর বিরল রোগ, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন ফিরে দিলেন ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাক

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: মাত্র পাঁচদিনের শিশুর বিশাল আকারের মেরুদণ্ডে টিউমারের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্বাভাবিক করে তুললেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাক। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ২২ আগস্ট জিবি হাসপাতালে কুমারঘাটের বাসিন্দা স্বপ্না মজুমদার এং বাবুল দেবনাথের কন্যা সন্তান হয়। অপারেশনের পরে শিশুটির পেছনে মেরুদন্ডে বিশাল আকৃতির টিউমার দেখা গিয়েছে। সাথে সাথে শিশুটিকে টিএমসি হাসপাতালের শিশু শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাকের কাছে স্থানান্তর করা হয়। গত ২৬ আগস্ট শিশুকে ভর্তি রেখে সমস্ত পরিক্ষা-নিরিক্ষা করা হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা যায় এটা একটা ক্যান্সার যা মেরুদন্ড থেকে উৎপত্তি হয় এবং এটাকে সেক্রোককসিডিজয়েল টিউমার বলে।

চিকিৎসক বলেন, এই টিউমার তাড়াতাড়ি অপারেশন না করলে সারা শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং তখন বাচ্চাকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে যাবে। গতকাল প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চলে অস্ত্রপাচার। ওই টিউমার শুধু মেরুদন্দ না, মল দ্বার এবং মুত্রদ্বার-ও ছড়িয়ে ছিল। প্রায় দু ঘণ্টা অস্ত্রপচারের পর ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাক সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুললেন শিশুকে। টিউমারের ওজন ছিল প্রায় ১ কিলোগ্রাম।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আইইসি/বিসিসি কার্য্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নিয়ে রাজ্যস্তরীয় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব, কিরণ গিত্যে"র সভাপতিত্বে সচিবালয়ের ৩-নং কনফারেন্স হলে আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আইইসি/বিসিসি কার্য্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নিয়ে রাজ্যস্তরীয় এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পর্যালোচনা সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাজ্য স্তরের পাশাপাশি জেলা স্তরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ে কর্মরত আইইসি/বিসিসি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত কর্মীগণ, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ডজিবিপি হাসপাতাল, আগরতলা গভর্নমেন্টডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি, এবিপিএমজেএ ওয়াই এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর বিভিন্ন কর্মসূচিরআইইসি/বিসিসি কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্তপ্রচার শাখার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় স্বাস্থ্য সচিব জেলা ভিত্তিকমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তাবায়ন গুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেন। এছাড়াও তিনি রাজ্যেরজেলা হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন ইতিবাচক ও প্রসংশনীয়কর্মকাণ্ডগুলিকে ফেইসবুক, এক্স-হেন্ডেল, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আশির গণ্ডি পেরিয়েও বৃদ্ধ ভাতা থেকে বঞ্চিত বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ আগস্ট: ত্রিপুরার গ্রামীণ প্রান্তিক জীবনে এখনও লুকিয়ে আছে বহু বঞ্চনার কাহিনি। বিগত ৩৫ বছরের কংগ্রেস ও সিপিআইএম শাসনে সেই বঞ্চনার এক হৃদয়বিদারক ছবি ভেসে উঠল তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব লক্ষ্মীপুর এডিসি ভিলেজের চামপ্লাই এলাকায়।

আশির গণ্ডি পেরিয়ে আসা এক উপজাতি বৃদ্ধা রমণী আজও পাননি বার্ধক্য ভাতার অধিকার। যৌবন ফুরিয়েছে বহু আগেই, কিন্তু প্রশাসনিক নথিতে তিনি রয়ে গিয়েছিলেন অষ্টাদশী তরুণী। তাই যোগ্য হয়েও বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন দীর্ঘ কয়েক দশক।বছরের পর বছর তিনি ছুটে গিয়েছেন বিভিন্ন দপ্তরে, কেঁদে কেঁদে আবেদন করেছেন স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে, এমনকি প্রয়াত মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়ার কাছেও বারবার দরখাস্ত করেছেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখনে মেলেনি একটি টাকারও বার্ধক্য ভাতা। প্রশাসনের চোখে তার দারিদ্র্য কিংবা বার্ধক্য কোনোদিনই গুরুত্ব পায়নি।

সম্প্রতি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার আগমনের খবর শুনে বুকভরা আশা নিয়ে তিনি নিজেই এগিয়ে যান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। সভাস্থলে এসে কাঁপা হাতে মন্ত্রীর হাত ধরে শোনান তার দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কাহিনি।

বৃদ্ধার চোখের জলে ভেসে ওঠে এক প্রশ্ন "এই বয়সে কি আর ভাতার অধিকার মিলবে না?"মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ধৈর্য্য সহকারে শোনেন শুধু তার কথাই নয়, উপস্থিত অন্যান্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বক্তব্যও। কে সরকারি ভাতা পাচ্ছেন, কার কাছে অন্তর্দয় বা বিপিএল রেশন কার্ড আছে, কে মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রত্যেকের কণ্ঠেই উঠে আসে একই দাবি, জীবনের শেষ বেলায় অন্তত একটু সরকারি সহায়তা।এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী তীব্র আক্রমণ শানান পূর্বতন প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, বিগত ৩৫ বছরে যোগ্য নাগরিকদের অধিকার বঞ্চিত করার একমাত্র ফর্মুলাই ছিল বাম শাসনের মন্ত্র বঞ্চনা।

তিনি আরও বলেন, "বার্ধক্য ভাতা কিংবা অন্যান্য মৌলিক সুবিধা পাওয়া যেত কেবল দলীয় মিছিল-সভায় অংশগ্রহণ করলে। যারা রাজনীতিতে ব্যবহার হয়নি, তারা সরকারিভাবে কখনওই যোগ্য বলে গণ্য হননি।"মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, আর কোনও যোগ্য বৃদ্ধা-বৃদ্ধাকে বঞ্চিত হতে দেওয়া হবে না। যারা এতদিন অবহেলিত ছিলেন, আগামী দিনে তাদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে। খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও আশ্বাস দেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।এই ঘটনা শুধু একজন বৃদ্ধা নারীর কাহিনি নয়; এটি ত্রিপুরার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের অবহেলার প্রতীক। উন্নয়নের স্বপ্ন তখনই বাস্তব হবে, যখন সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষটিও রাষ্ট্রের সহায়তা ও মর্যাদা পাবেন সেই বার্তাই যেন উঠে আসে চামপ্লাই গ্রামের এই বৃদ্ধার অশ্রুসিক্ত আবেদন থেকে।

ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে ধরা পড়ল হাতেনাতে কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট: বৃহস্পতিবার দুপুরে ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের ভেতরে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল কুখ্যাত চোর অভিজিৎ মজুমদার। তার বাড়ি চন্দ্রপুর এলাকায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, দুপুরবেলা হাসপাতালের পেছনের দিক থেকে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি করে পালানোর চেষ্টা করছিল অভিযুক্ত। সেই সময় কর্তব্যরত সিকিউরিটি গার্ডরা তাকে ধরে ফেলে। সিকিউরিটি কর্মীরা জানান, মাত্র চার-পাঁচ দিন আগেই ওই একই ব্যক্তিকে হাসপাতাল থেকেই এসির বক্স ও অন্যান্য জিনিস চুরির অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। থানায় নিয়ে যাওয়ার পর ছাড়া পেয়েই আবারো একই কাণ্ড ঘটায় সে।

অবশেষে বৃহস্পতিবার ফের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সিকিউরিটি গার্ডরা অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মোদী ও তাঁর

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। বিরোধীরা সেই সাফল্য মেনে নিতে পারছে না বলেই তাঁরা ব্যক্তিগত আক্রমণের পথে নেমেছে।

অমিত শাহ বলেন, "এটি কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অপমান নয়, বরং প্রতিটি মা এবং প্রতিটি সন্তানের প্রতি অপমান। গোটা দেশবাসী, ১৪০ কোটি মানুষ, কংগ্রেস ও আরজেডির এই আচরণকে কখনোই ক্ষমা করবে না। মা'কে অপমান করা মানে ভারতীয় সমাজের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে অপমান করা।"

তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেসের রাজনীতির ইতিহাস ঘৃণা ও বিভাজনের রাজনীতিতে ভরা। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকেই গান্ধী পরিবার বারবার নরেন্দ্র মোদীকে লক্ষ্য করে কুৎসা রটনার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এবার তারা সব সীমা অতিক্রম করেছে।

শাহর ভাষায়, "কংগ্রেস আবারও প্রমাণ করল যে তাদের চরিত্র সবসময় দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিষাক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজ মায়ের প্রতি অপমানই হয়ে উঠেছে কংগ্রেসের প্রকৃত পরিচয়।"

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি শিবিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এনিয়ে জোর চর্চা লক্ষ্য করা গেছে।

রাজ্যে ইডির ব্যাপক

● প্রথম পাতার পর

সরকারি দপ্তরের ভুয়ো পরিচয়পত্র (ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দপ্তর, খাদ্য সরবরাহ দপ্তর সহ নানা বিভাগ ও ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নামাঙ্কিত), ডিজিটাল প্রমাণ এবং নগদ ৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। জমি ও রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগেরও হদিস মিলেছে।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, উৎপল চৌধুরীর সঙ্গে ত্রিপুরা সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং ব্যবসায়ীদের কাছে তিনি নিজেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র অফিসার হিসেবে পরিচয় দিতেন। এর মাধ্যমে তিনি একাধিক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। প্রাথমিক তথ্য বলছে, ওই আধিকারিকদের কাছেও বড় অঙ্কের টাকা পৌঁছানো হয়েছে।

বর্তমানে উৎপল কুমার চৌধুরী হরিয়ানার একটি জেলে বন্দি আছেন। ইডি জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে।

বিরোধীরা জেগে ঘুমায়

● প্রথম পাতার পর

রাজনীতির মুক্তাঞ্চল হিসেবেই সারা দেশে পরিচিত। জগজীবন রাম-দের মতো মহান নেতৃত্বে বিহারের পুণ্যভূমি থেকেই এসেছেন। জরুরী অবস্থার সময় তাঁর নেতৃত্বেই কঠোর আন্দোলন সম্ভব হয়েছে। সেই বিহারের জনগণের অপমান করেছেন রাহুল-তেজস্বীরা। তিনি ঊষ্মা প্রকাশ করে বলেন, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিন বিহারীদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর জন্য তিনি কোনভাবেই অনুতপ্ত নন। বরং গতকাল রাহুল-তেজস্বীদের সাথে মিছিলে সামিল হয়েছেন তিনি। বিপ্লব তোপ দেগে বলেন, স্ট্যালিনকে মাঝখানে রেখে রাহুল ও তেজস্বী মিছিলে অংশ নিয়ে বিহারের জনগণের মান সম্মান ডুবিয়েছেন। তার পরিণাম ভোটের ফলাফলে নিশ্চিত প্রতিফলিত হবে। তাঁর সাফ কথা, গতকাল র‍্যালিতে স্ট্যালিনের অংশগ্রহণ রাহুল ও তেজস্বীর রাজনৈতিক দেওলিয়াপনার পরিচয় দিয়েছে। সাথে তিনি জোর গলায় দাবি করেন, বিহারের জনগণের আস্থা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে ফের তা প্রমাণিত হবে।

জনজাতি উদযাপন গৌরববর্ষ-২০২৫ উপলক্ষে এক বছরের কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুরু হলো ৩০ দিনের ঐতিহ্যবাহী বয়ন প্রশিক্ষণ শিবির, উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ আগস্ট: জনজাতি উদযাপন গৌরববর্ষ-২০২৫ উপলক্ষে এক বছরের কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুরু হলো ৩০ দিনের ঐতিহ্যবাহী বয়ন প্রশিক্ষণ শিবির। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম দেবাশীষ চাকমা, বিশিষ্ট সমাজসেবক গোপাল দাস ও নির্মল দেবনাথসহ ব্লক স্তরের অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। উদ্বোধনী পর্বে মন্ত্রী ও অতিথিরা পরিবেশবান্ধব উপায়ে গাছের গোড়ায় জল ঢেলে কর্মসূচির সূচনা করেন। উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "ত্রিশ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল লক্ষ্য হলো জনজাতি মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা। বয়নশিল্প কেবল আমাদের ঐতিহ্য নয়, এটি মহিলাদের জন্য স্থায়ী আয়ের পথ উন্মুক্ত করবে। প্রশিক্ষণ শেষে রাজ্য সরকার অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেবে।"তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছরের কংগ্রেস ও সিপিআইএম প্রশাসন জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।অনুষ্ঠানে বক্তারা জনজাতি সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় বয়নশিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা জানান, এই প্রশিক্ষণ শিবির শুধু দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগই দেবে না, বরং বাজারমুখী উৎপাদনের মাধ্যমে মহিলাদের আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করবে।উদ্বোধনী দিনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, "মহিলারা আত্মনির্ভর হলে সংসারও স্বাবলম্বী হয়। একজন মহিলা সংসারের আয়ের স্তম্ভ হয়ে উঠলে তা কেবল পরিবারের নয়, সমাজ ও রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে।"মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে একদিকে যেমন জনজাতি বয়নশিল্পের ঐতিহ্য আগামীর প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, অন্যদিকে মহিলাদের হাতে তৈরি পণ্যকে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দিয়ে আর্থিক স্বাধীনতার পথ সুগম হবে।পরিদর্শনকালে মন্ত্রী প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং ঘোষণা করেন যে ভবিষ্যতে অর্গানিক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত সবজি ব্যবহার করে জনজাতি প্রণালীভিত্তিক খাদ্য প্রশিক্ষণ শিবিরেরও আয়োজন করা হবে। তাঁর বক্তব্যে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগের ফলে প্রতিটি নাগরিক স্বাস্থ্যকর জীবনের অধিকারী হবে।

স্মার্ট মিটার না লাগানোর জেরে

● প্রথম পাতার পর

শ্রমিকরা সবাই চাঁদা তুলে রিজার্চ করিয়ে জল সংগ্রহ করেন বাড়িঘরের লাইনের সাথে কোন যোগাযোগ নেই।

চুরি যাওয়া বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার

● প্রথম পাতার পর

থেকে স্বর্ণালঙ্কার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সাথে চুরি যাওয়া একটি ব্যাটারিও উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ধৃতদের চন্দ্রপুর এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে তোলা হবে।

দপ্তরের গাফিলতিতে নদী

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। ফলত, বর্তমানে ওই রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় প্রায় ২০০ পরিবারের প্রায় ৬০০-এরও বেশি মানুষ মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষ, সকলে বিকল্প পথে ঘুরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে শুধু যাতায়াত নয়, জরুরি প্রয়োজনে অসুস্থ রোগীদেরও মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, রাস্তা সংলগ্ন দেও নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের অধীনে থাকলেও সড়কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কুমারঘাট পিডব্লিউডি দপ্তরের। ঘটনার খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে দ্রুত মেরামতির আশ্বাস ছাড়া এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকরী পদক্ষেপের কথা জানা যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে বিকল্প রাস্তা নির্মাণসহ স্থায়ী সংস্কার কাজ শুরু করতে হবে। না হলে আগামী বর্ষা মরশুমে আরও বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে।

শিক্ষা হল মানবিক

● প্রথম পাতার পর

একটি দেশ, তত বেশি উন্নত হবে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে পিছিয়ে পড়ার কোনো অবকাশ নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান"যে পরিস্থিতিই আসুক, কখনও থেমে থেকো না, সামনে এগিয়ে চলো।

তিনি আরো বলেন শিক্ষার্থীরা শুধু ভালো ছাত্র-ছাত্রী নয়, বরং ভালো মানুষ হিসেবেও গড়ে উঠুক।

গ্রামীণ জীবিকা বৃদ্ধির

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসংহত ও সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলির জীবিকা ও তাদের আয় আরো বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, এখন রাজ্যে ৫৪,১১৩টি স্ব-সহায়ক গ্রুপ, ২,৪৭০টি গ্রাম সংস্থা এবং ১৭৩টি ক্লাস্টার-স্তরের ফেডারেশনে প্রায় ৪.৮৫ লক্ষ মহিলা সদস্য রয়েছেন।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, তাদের জীবিকা শক্তিশালী করার জন্য ২,৬২৮ প্রডিউসার গ্রুপ এবং ১১৮ নন-ফার্ম কালেক্টিভ উন্নত করা হয়েছে এবং আমরা ৭৮৭ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ড ও কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সহায়তা সহ ১,৬৭৭ কোটি টাকা ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করেছি। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে চাই যে এই মিশনে পুরো গতিতে এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা। আমাদের ইতিমধ্যে ১,০৮,২৮১ জন মহিলা, যা প্রায় ৯৫, যারা লাখপতি দিদি হয়েছেন ত্রিপুরায়। ডাঃ সাহা আরও বলেছেন যে এই রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে মহিলাদের দৃঢ়তা, সরকারী সহায়তার কারণে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের মহিলারা এখন শূকর পালন, মৃৎশিল্প, পোলট্রি, ফিশারি, এন্টারপ্রেনারশিপ, মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজেস, গ্রুপ-ভিত্তিক উদ্যোগ, ক্যাটারিং সার্ভিসেস এবং অ্যাগ্রো ইকোলজিক্যাল প্র্যাকটিসে যুক্ত রয়েছেন। যা গ্রামীণ ত্রিপুরাকে উজ্জীবিত ও আত্মনির্ভর করে তুলছে। নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব রাইজিং সামিট ২০২৫ এ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যথার্থ অর্থে বলেছেন যে উত্তর পূর্ব হচ্ছে অষ্টলক্ষী। পরিকাঠামো, যোগাযোগ এবং জীবিকা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে আমাদের সরকার। গত সাত বছরে, ত্রিপুরা বেশকিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রুরাল লিভলিহুডের ডিরেক্টর রাজেশ্বরী এস এম, টিআরএলএম এর সিইও তড়িৎ কান্তি চাকমা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আধিকারিক এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণ।

ক্রীড়াঙ্গন

দুই গোলে পিছিয়ে থেকে দুর্দান্ত খেলে জয় দিয়ে লীগ শেষ রামকৃষ্ণ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। শেষ দিকে লাগাতর জয়। এমনকি জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। লীগের অন্তিম পর্য্যায়ে বেশ সাফল্য পেলেও জয়ের বিষয়টা অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে পরপর চারটা ম্যাচে পরাজয় রামকৃষ্ণ ক্লাবকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছিল। আজ, বৃহস্পতিবার নিজেদের শেষ ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব ৩-২ গোলের ব্যবধানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে পরাজিত করেছে। যদিও নিয়ম রক্ষার ম্যাচ ছিল। জয় দিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন করায় শিবিরে কিছুটা খুশির বাতাবরণ তৈরি হলেও এবারের মত সুপার ফোরে খেলা অধরা থাকায় আগামী দিনে আরও ভালো খেলার অঙ্গীকার করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে, প্রতিপক্ষ ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের জন্য আজকের ম্যাচে জয়ের যথেষ্ট আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু পরাজয়ের নাগপাশ থেকে তারা যেন কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছিল না। ৩১ আগস্ট টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচটি তাদের কাছে এখন 'ডু অর ডাই' ম্যাচ হিসেবে খেলতে হবে। আজ সন্ধ্যায় উনাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ফুটবলের ৪০ তম লীগ ম্যাচে প্রথমার্ধের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই কিন্তু দুই-দুই বলে

এ ডিভিশন লীগের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ জয় পরা: ড্র প: বি: পয়েন্ট
এগিয়ে চল:	০৮-০৭-০০-০১-২২-০৪-২২
নাইন বুলেটস:	০৮-০৬-০১-০১-১৯-০৯-১৯
কল্যাণ সমিতি:	০৮-০৫-০২-০১-১৬-০৯-১৪
ব্লাড মাউথ:	০৮-০৪-০২-০২-১৫-১১-১৪
রামকৃষ্ণ:	০৯-০৪-০৫-০০-১৯-২২-১২
ফরোয়ার্ড:	০৭-০২-০১-০৪-১৬-০৯-১০
লালবাহাদুর:	০৯-০২-০৪-০৩-১২-২০-০৯
জুয়েলস:	০৭-০২-০৩-০২-১৭-১৬-০৮
টাউন ক্লাব:	০৮-০০-০৬-০২-০৫-১৭-০২
ফ্রেন্ডস ইউ:	০৮-০০-০৮-০০-১২-৩৭-০০

এতটাই দুর্ভাগ্য, দুই গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্য্যন্ত পরাজয়ের বেড়াজাল থেকে নিজেদের বের করতে পারেনি। ২৮ মিনিটের মাথায় তেজুমার মেহতাব এবং ৩২ মিনিটের মাথায় ওলেন সিং পরপর দুটি গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধে জয়সূচক গোলের লক্ষ্যে দু''দলের ফুটবলাররা যথেষ্ট প্রয়াস নিলেও শেষ পর্য্যন্ত একেবারে অন্তিম পর্য্যায়ে খেলার ইনজুরি টাইমে সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার ওলেন সিং আরও একটি গোল করলে রামকৃষ্ণ ক্লাবের পক্ষে সেটি জয় সূচক গোল হয়। উল্লেখ্য, খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি রক্তিম সাহা দুইদলের দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম জুয়েলস এসোসিয়েশন সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

কোনও চাপ দেওয়া হচ্ছে না! বিরাট-রোহিতের বিদায় জল্পনা উড়িয়ে দিলেন বোর্ড কর্তা

নয়াদিল্লি।। অদূর ভবিষ্যতে ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন না বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মা। তাদের উপর কোনওরকম চাপ তৈরি করেনি বোর্ড। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা। বরং, দুই মহাতারকার অবসর জল্পনায় বিসিসিআই যে বেশ বিরক্ত সেটাই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি।

খাতায়কলমে এখনও ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বিরাট কোহলি এখনও দলের সবচেয়ে সফল তারকা। তাঁরা দুজনেই যে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে চান, সে ইচ্ছা গোপন করেননি। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে আদৌ সাতাশের বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথীকে দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, বিরাট এবং রোহিতকে বাদ দিয়েই সাতাশের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা করছে বোর্ড। সেটা নাকি তাঁদের জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। এমনকী আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তাঁদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে বলেও খবরে প্রকাশ।কিন্তু বোর্ড সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা আপাতত সে জল্পনায় জল ঢাললেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, বোর্ড কোনও ক্রিকেটারকে অবসর নেওয়ার কথা বলে না। সেটা নিতান্তই ওই ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বিসিসিআইয়ের দীর্ঘদিনের নীতি এটাই। তাছাড়া বিরাটদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া নিয়ে যে জল্পনা চলছে, সেটাকেও গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বোর্ডের সহ-সভাপতি। রাজীব শুক্লা বলছেন, ''আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওরা তো এখনও ওয়ানডে খেলছে। আর যতদিন খেলছে ততদিন বিদায় সংবর্ধনার প্রশ্ন আসছে কেন?'' তাঁর সাফ কথা, ''বিরাট খুবই ফিট। রোহিতও দারুন খেলছে। আর আপনারা এখনই বিদায়ের কথা ভাবছেন। সময়টা আসতে দিন।''শোনা যাচ্ছে, বোর্ডের একাংশ এখনই দুই মহারথীকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলতে নারাজ।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে আজ ক্রীড়া দপ্তরের গুচ্ছ কর্মসূচি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামীকাল ২৯ শে আগস্ট হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাদের জন্মদিন। আর তার এই জন্মদিনটিকে প্রতিবছর জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়। সারা দেশের সাথে সেদিন রাজ্যেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করবে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর। রাজ্যভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে আগরতলা টাউনহলে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়ারদেরকে বিভিন্ন অর্থ রাশি প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। এর আগে সকালে ঊনকোটি নির্মহল এবং আগরতলা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে হবে যোগা প্রদর্শন। পরেরদিন ত্রিশে আগস্ট রাধারঘাট দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স এ অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা। তাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। শুধু আগরতলাতেই নয় বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাতেও অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার মহাকরণে দপ্তরের সচিব ডক্টর পিকে চক্রবর্তীকে পাশে রেখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। এদিন তিনি আরো জানান ৩১ আগস্ট রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা ও জেলার রাজ্যস্তরে অনুষ্ঠিত হবে সানডে অন সাইকেল। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প ও মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ প্রকল্পের মাধ্যমে এবারের অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রতিভাবান ৩৯ জন খেলোয়ারকে বিভিন্ন অর্থ রাশি প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। তাতে ব্যক্তিগতভাবে প্রথম স্থানাধিকারীকে এক লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ৫০ হাজার টাকা ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এছাড়া দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন দলের প্রতি সদস্যকে পঞ্চাশ হাজার, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলের প্রত্যেককে ২৫ হাজার ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের প্রত্যেককে সাড়ে বারো হাজার টাকার করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

খেলো কদমতলা ফুটবলে সাতসঙ্গমকে হারালো বাঘন

ক্রীড়া প্রতিনিধি চুরাইবাড়ি।'খেলো কদমতলা' সিজন টু এর তৃতীয় দিনের টানটান উত্তেজনা পূর্ণ খেলায় ৯-০ গোলে সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়ে জয়লাভ করে বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েত। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন লীগে খেলা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত বাঘন দল খেলার শুরু থেকেই সাতসঙ্গম দলকে চেপে ধরে।অপরদিকে আক্রমন ভাগের খেলোয়ারদের পরপর আক্রমণে খেলার শুরু থেকেই প্রথমার্ধের মধ্যেই ৪-০ গোলে এগিয়ে যায় বাঘন। অপরদিকে স্থানীয় ও তারুণ্যে ভরা খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামা সাতসঙ্গম দল প্রথমার্ধে একবারের জন্য গোল করার সুযোগ পায়নি। ফলে অভিজ্ঞ বনাম স্থানীয় তরুণ খেলোয়াড়দের খেলায় ম্যাচের জৌলুস হারিয়ে যায় একসময়। ফলে ৪-০ ব্যবধানে প্রথমার্ধের খেলা সমাপ্ত হয়। তারপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে একইভাবে বহিঃরাজ্যের খেলোয়াড়দের দাপটে একের পর এক গোল হজম করতে হয় সাতসঙ্গন দলকে। দ্বিতীয়ার্ধে আরো পাঁচটি গোল দিয়ে একেবারে চালকের আসনে তথা টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়ী হয় বাঘন দল। অবশেষে ৯-০ গোলে নির্ধারিত সময়ের খেলা সমাপ্ত হয়।

এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করে দিল বাংলাদেশ, তিন বছর পর প্রত্যাবর্তন উইকেটরক্ষকের, অধিনায়ক কে?

নয়াদিল্লি।। এশিয়া কাপের জন্য ১৬ জনের দল ঘোষণা করে দিল বাংলাদেশ। লিটন দাসের নেতৃত্বে খেলতে চলেছে তারা। তিন বছর পর দলে ফিরেছেন উইকেটকিপার কাজি নুরুল হাসান সোহন। দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মেহেদি হাসান মিরাজকে। তিনি স্ট্যান্ডবাইয়ের তালিকায় রয়েছেন। এশিয়া কাপে গ্রুপ বি-তে রয়েছে বাংলাদেশ। তাদের সঙ্গে রয়েছে আফগানিস্তান, হংকং এবং শ্রীলঙ্কা।

২০২২-এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর দেশের হয়ে খেলেননি নুরুল। দলে বিকল্প উইকেটকিপারের সন্ধানেই তাঁকে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াইও সাইফ হাসানকে ফেরানো হয়েছে। ২০২১-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছিল সাইফের। দেশের হয়ে পাঁচটা ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৩-এ শেষ বার বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে লিটনের নেতৃত্বে প্রথম বার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। তার পর পাকিস্তানকেও ঘরের মাঠে হারিয়েছে। এশিয়া কাপেও সেই ছন্দই বজায় রাখতে চাইবে তারা।

এশিয়া কাপের আগে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সেখানেও ১৬ জনের এই দলই খেলবে। মেহেদির স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তাঁর পাশে থাকার জন্য নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন মেহেদি। এশিয়া কাপের দলেও জায়গা পেলেন না।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের অভিযান শুরু ১১ সেপ্টেম্বর, হংকংয়ের বিপক্ষে। এর পর তারা খেলবে শ্রীলঙ্কা (১৩ সেপ্টেম্বর) এবং আফগানিস্তানের (১৬ সেপ্টেম্বর) বিপক্ষে।

বাংলাদেশের দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তৌহিদ হৃদয়, জাকের আলি, শামিম হোসেন, নুরুল হাসান, মেহেদি হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, শোরিফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ এবং মহম্মদ সইফুদ্দিন।

দ্বিতীয়বার ভারতে খেলতে আসছে মেসির আর্জেন্টিনা, দিনক্ষণ নিশ্চিত করে দিল ফেডারেশন

ডিসেম্বরে মেসি-মাদকতায় মাততে চলেছে ভারত। ইতিমধ্যেই সেই সূচি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তবে চমকপ্রদ বিষয় হল ডিসেম্বরের সেই সফরের আগেই এদেশের মাটিতে পা রাখতে চলেছেন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। শুধু আসছেন না, নভেম্বরে ভারতের মাটিতে খেলতেও দেখা যাবে তাঁকে। একা মেসি নন, ভারতে আসছে গোটা আর্জেন্টিনা দলই।

২০১১ সালে ভারতে এসেছিলেন লিওনেল মেসি। কলকাতা জুড়ে আবেগের ঝড় উঠেছিল নীল-সাদা জার্সির আর্জেন্টিনাকে কেন্দ্র করে। ১৪ বছর পর সেই উচ্ছ্বাস ফিরছে। কেরল সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল আগস্টে মেসির আর্জেন্টিনা সে রাজ্যে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসবে। তবে সেই পরিকল্পনা অর্থের অভাবে ভেস্তে যায়। কিন্তু কেরল সরকার আশা ছাড়েনি। আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গিয়েছে। আর সেই চেষ্টা সফল। শুক্রবার গভীর রাতে বিবৃতি দিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, কেরলে খেলতে আসছে তারা।

আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের তরফে সোশাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে আগামী ১০ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে কেরলে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও ঘোষণা করা হয়নি। কোচিতে ৬০০০০ দর্শকের স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হবে বলেই আপাতত জানা যাচ্ছে। বাংলার মতো কেরলেও ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা কম নয়। ফুটবল বিশ্বকাপের সময় তার নমুনা দেখা গিয়েছে। মেসি এবং আর্জেন্টিনা যদি কেরলে আসে, তাহলে সে রাজ্যের ক্রীড়া মানচিত্র বদলে যাবে বলেই আশা ক্রীড়ামহলের। নভেম্বরের ওই ম্যাচে মেসি খেলবেন কিনা সেটা অবশ্য টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে।

এশিয়া কাপের আগে ফিটনেসে উন্নতি, টপস্পিনে জোর বরুণের

নয়াদিল্লি।। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত। সেই জয়ের নেপথ্যে অন্যতম কান্ডারি ছিলেন সি ভি বরুণ। মোট ৯টি উইকেট নিয়েছিলেন। এ বার সেই আমিরশাহিতেই এশিয়া কাপ। যার প্রস্তুতি কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছেন ভারতীয় স্পিনার।

মঙ্গলবার এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় নির্বাচক কমিটি। বরুণ সে দলের অন্যতম স্পিনার। তাঁর পাশাপাশি রয়েছেন কুলদীপ যাদব, অক্ষর পটেল। তবে 'রহস্য স্পিনার' বরুণের দিকে আলাদা করে নজর থাকবে সবার, তা নিশ্চিত।

বরুণ এক সময় আট রকমের বল করতে পারতেন। আপাতত চার রকমের বল করেন। অফস্পিন, লেগস্পিন, গুগলি ও টপস্পিন। এশিয়া কাপের আগে দুবাইয়ের পিচ থেকে বাউন্স আদায় করে নেওয়ার জন্য টপস্পিনে বেশি জোর দিচ্ছেন বরুণ। ব্যক্তিগত কোচ এ সি প্রতিভানের কাছে অনুশীলন করছেন।চেন্নাইয়েই প্রস্তুতি চলছে তাঁর। এশিয়া কাপের জন্য বরুণ কী ভাবে তৈরি হচ্ছেন তা প্রশ্ন করতেই তাঁর কোচ বলেন, "ভারতীয় বোর্ড থেকে অনেক দিন আগেই তৈরি থাকতে বলা হয়েছিল। বেশ কয়েক দিন ধরে ও অনুশীলন করছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভাল বল করেছিল। সেই আত্মবিশ্বাস আশা করি কাজে লাগাবে।'' যোগ করেন, "টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বল বেশি ঘোরাতে গেলে ফ্লাইট বেশি হয়ে যেতে পারে। ফলে রানও হতে পারে। এক দিনের ক্রিকেট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বোলিং এক রকম হয় না। টি-টোয়েন্টিতে সফল হতে গেলে গতি বাড়িয়েই বল করতে হবে। বরুণ সেই চেষ্টাই করছে। টপস্পিন, গুগলি বেশি করে করছে। যাতে ওর বিরুদ্ধে সহজে সুইপ না খেলা যায়। আজকাল তো সুইপ, রিভার্স সুইপ মারতে আর ভয় পাচ্ছে না ব্যাটসম্যানেরা।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বরুণের ঘূর্ণির বিরুদ্ধে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল ব্যাটসম্যানদের। যে ছবিটা আবারও দেখতে চাইবেন ভারতীয় সমর্থকেরা। সেই উদ্দেশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভিডিয়ো আবারও দেখছেন বরুণ। কী কী ভুল করেছিলেন, তা বোঝার চেষ্টা করছেন। তাঁর কোচের কথায়, "চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ও সাফল্য পেয়েছিল। যে সব ম্যাচগুলোয় ভাল বল করেছে সেই ভিডিয়োগুলো দেখে। বোঝার চেষ্টা করে কী করে সাফল্য পেয়েছিল। দুবাইয়ের পরিবেশ বরুণের জন্য আদর্শ। আশা করি, এই প্রতিযোগিতাতেও ও ভাল খেলবে।"

সম্প্রতি তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ খেলেছেন বরুণ। এশিয়া কাপের আগে আদর্শ প্রস্তুতি পেয়েছেন। তামিলনাড়ুর কোচ সেনথিলনাথান বলছিলেন, "ওর মতো বলের উপরে নিয়ন্ত্রণ খুব কম স্পিনারের রয়েছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ওর বলে মারতে ভয় পায় অনেকে। ভাল স্পিনার তো তারাই হবে যাদের বিরুদ্ধে বেশি রান করতে পারবে না ব্যাটসম্যানেরা। বরুণ সে রকমই প্রতিভাবান স্পিনার।"

বরুণ আপাতত প্রত্যেক দিন তিন ঘণ্টা অনুশীলন করছেন। ফিটনেসেও উন্নতি করার চেষ্টা করছেন। প্রতিভানের কথায়, "সকালে উঠে দৌড় এবং জিম সেশন হয়। দুপুরে বোলিং সেশন। প্রায় দিনে ১০০টা বল করে। এর চেয়ে বেশি করতে দিই না। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তো অতিরিক্ত বল করার দরকার পড়ে না। ফিটনেসে উন্নতি করছে। এশিয়া কাপের আগে মানসিক ভাবে ও তরতাজা আছে।''বরুণ যত তরতাজা থাকবেন, ততই সুবিধা ভারতীয় দলের।

এক দিনের ক্রিকেটে দুর্দশা কাটছে না অস্ট্রেলিয়ার টানা পাঁচ সিরিজে হার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে

সাউদআম্পটন।। আবার একটা এক দিনের সিরিজ হারল অস্ট্রেলিয়া। শুক্রবার ঘরের মাঠে ৮৪ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে গেল তারা। এই নিয়ে প্রোটিয়াদের কাছে টানা পাঁচটা এক দিনের সিরিজ হারল অস্ট্রেলিয়া। কাগিসো রাবাডার অভাব ঢেকে পাঁচ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জেতালেন লুনগি এনগিডি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ দশটা এক দিনের সিরিজের আটটাতেই হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। শেষ ২১টা ম্যাচের ১৭টায় জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অন্য দিকে, দেড় বছর আগে এক দিনের বিশ্বকাপ জেতা অস্ট্রেলিয়া শেষ আটটা ম্যাচে একটাতে জিতেছে। টানা তিনটে এক দিনের সিরিজ হারল তারা।

টসে জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৩ রানে ২ উইকেট হারায় তারা। দ্রুত সাজঘরে ফিরে যান দুই ওপেনার রায়ান রিকেলটন (৮) এবং এডেন মার্করাম (০)। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন টনি ডি জর্জি (৩৮) এবং ম্যাথু ব্রিৎজকে (৮৮)। ৬৭ রানের জুটি গড়েন দু'জনে। ডি জর্জি আউট হওয়ার পর ব্রিৎজকের সঙ্গে যোগ দেন ট্রিস্টান স্টাবস (৭৪)। দু'জনে ৮৯ রানের জুটি গড়েন।

এই দুই জুটিই মাঝের দিকের ওভারগুলোয় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস থিতু করে। পরের দিকে আবার তাদের ব্যাটিংয়ে ধস নামে। ৩৫ বলের ব্যবধানে ৩১ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারায় তারা। ২৩৩ রানে ৫ উইকেট থেকে ২৬৪ রানে ৯ উইকেট হয়ে যায় তাদের। শেষ পর্যন্ত অলআউট হয়ে যায় ২৭৭ রানে।রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার দিন আরও এক বার খারাপ যায়। তৃতীয় ওভারে নান্দ্রে বার্গারকে তুলে মারতে গিয়ে আউট হন ট্রেভিস হেড (৬)। স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিতে গিয়ে ফিরে যান মার্নাস লাবুশেন (১)। ক্যাচ পড়ে অধিনায়ক মিচেল মার্শের। চারটে চারের সাহায্যে দ্রুত ১৮ রানে পৌঁছে আউট হয়ে যান।চতুর্থ উইকেটে ক্যামেরন গ্রিন এবং জশ ইংলিশ ৬৭ রানের জুটি গড়েন। সেনুরান মুথুস্বামীর বলে তাঁর হাতেই ক্যাচ দিয়ে ফেরেন গ্রিন। ইংলিস একটা দিক ধরে রাখলেও উল্টো দিক থতেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। এনগিডি ৪২ রানে ৫ উইকেট নেন।

১৪ মিনিটে কেইনের হ্যাটট্রিক, বায়ার্নের ৬—০ গোলের জয়

মাদ্রিদ।। হ্যারি কেইনের দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিকে বড় জয়ে নতুন মৌসুম শুরু করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ৬৪ থেকে ৭৮এই ১৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেন কেইন। ১৯৭১ সালের পর এত অল্প সময়ে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে কেউ তিন গোল করেননি। সে বছর ১৪ আগস্ট শালকের কিংবদন্তি ক্লাউস ফিশার হ্যানোভারের বিপক্ষে চার গোল করেছিলেন, যার মধ্যে শেষ তিনটি গোল এসেছিল মাত্র ১২ মিনিটে।কেইনের জ্বলে ওঠার রাতে আরবি লাইপজিগকে ৬—০ গোলে বিধ্বস্ত করে বুন্দেসলিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। কেইনের হ্যাটট্রিক ছাড়াও জোড়া গোল করেন মাইকেল ওলিস ও একটি গোল লিভারপুল থেকে বায়ার্নে আসা লুইস দিয়াজের।গত তিনটি দলবদলে প্রিমিয়ার লিগ থেকে বায়ার্নে আসা কেইন, ওলিস ও দিয়াজ মাঠে ছিলেন দাপুটে ভূমিকায়। ওলিস প্রথমার্ধে দুটি গোল করেন। মাঝে দুর্দান্ত এক শটে বল জালে জড়ান দিয়াজ। আর বিরতির পর মঞ্চটা দখল করে নেন কেইন। তিন গোল করেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক, যার দুটিতেই সহায়তা করেছেন প্রথমবারের মতো বুন্দেসলিগায় খেলতে নামা দিয়াজ।টটেনহাম থেকে ২০২৩ সালে বায়ার্নে যোগ দেওয়ার পর এটি কেইনের নবম হ্যাটট্রিক। শেষ মুহূর্তে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার সময় দর্শকদের করতালিতে সিক্ত হন ইংল্যান্ড তারকা। ৩২ বছর বয়সী কেইন ম্যাচ শেষে বুন্দেসলিগার ওয়েবসাইটকে বলেছেন, 'বিরতিতে যখন ৩—০—তে এগিয়ে গেলাম, তখনই মনে মনে বললাম, এবার আমাকেও তালিকায় নাম তুলতে হবে।'বায়ার্নের অধিনায়ক জশুয়া কিমিখ ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'লাইপজিগের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ৬—০ গোলের জয়ে আমরা একটা স্পষ্ট এক বার্তা দিতে পারলাম। তবে ফুটবলে কঠিন বিষয় হলো তিন দিন পর আবার সেটা ধরে রাখা।' কেইনকে প্রশংসায় ভাসিয়ে কিমিখ যোগ করেন, 'সে শুধু গোল করে না, বরং সতীর্থদের দিয়ে করায় এবং রক্ষণেও সাহায্য করে। দলের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় উপকার।'মৌসুম শুরুর আগে বায়ার্ন বেশ চাপের মধ্যে ছিল। কারণ, গ্রীষ্মকালীন দলবদলে একাধিক ফরোয়ার্ডকে হারিয়েছে তারা। কেইনও তখন বলেছিলেন, এত ছোট স্কোয়াড তিনি এর আগে খুব কমই দেখেছেন। তবে নতুন মৌসুমের প্রথম দিনেই দিয়াজ—অলিস—কেনদের দাপটে দলটি জানিয়ে দিল, শিরোপা ধরে রাখার তাঁরাই সবচেয়ে বড় দাবিদার।একই রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে চেলসি। প্রথম ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করা চেলসি গতকাল রাতে ওয়েস্ট হামকে হারিয়েছে ৫—১ গোলে। শুরুতে গোল খেয়ে পিছিয়ে গেলেও পরে ওয়েস্ট হামের জালে একে একে পাঁচবার বল জড়ায় চেলসি।ফরাসি লিগ আঁ—তে উসমান দেম্বেলের পেনাল্টি মিসের পরও জয় পেয়েছে পিএসজি। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ১—০ গোলের জয়ে একমাত্র গোলটি ফাবিয়ান রুইজের।

PNIT NO: 20/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 25/08/2025

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders for 3 (three) nos. work Tenders as follows-

Sl. No.	DNIT No. & Date	Last Date & Time	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY / BID FEE (Non Refundable)	TIME FOR COMPLETION
1	27/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 25/08/2025.	08/09/2025 15.00 Hours	Rs. 27,76,146.00	RS. 55,523.00 / RS. 1,000.00	90 Days
2	28/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 25/08/2025.		Rs. 29,02,968.00	RS. 58,059.00 / RS. 1,000.00	120 Days
3	29/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 25/08/2025.		Rs. 4,03,259.00	RS. 8,065.00 / RS. 1,000.00	30 Days

For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or contact through e-mail:- eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2050/25

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer
RD Amarpur Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 18/EE(PWD)/BLN/2025-26 DATED, 27-08-2025

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central upto 3.00 P.M. on 03-09-2025 for the following work:

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIeT No.24/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2025-26	82,53,162.45	1,65,063.00	180(One Hundred Eighty) Days	Appropriate Class

• Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 03-09-2025
• Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 03-09-2025
• Cost of Tender document: 7.4,000/-
• Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
• For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.

ICA/C-2059/25

(Er. Litan Debnath)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/EE/WR-III/UDP/2025-26 DATE: 25.08.2025

	Name of Work	ESTIMATED COST (IN RS)	EARNEST MONEY (IN RS)	BID FEE (IN RS)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 39/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,57,248.00	17,145.00	1,000	09 Months	Up to 15.00 Hrs on 09.09.2025	At 15.30 Hrs on 09.09.2025 (if possible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-2056/25

(Er. Rati Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা গেলেই আগামীদিনে একটি সুন্দর ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: শিশুরা হলো সমাজের ভবিষ্যৎ। শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্ব নয়। শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা সবার দায়িত্ব। পারিবারিক, সম্প্রদায়গত, সামাজিকভাবে সবাই মিলে এই দায়িত্ব নিতে হবে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত শিশু অধিকার শীর্ষক উত্তর পূর্বাঞ্চলভিত্তিক কনভেনশনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার শিশু সুরক্ষাকে সঠিকভাবে বজায় রাখতে নানা আইন প্রণয়ন করেছে। শিশুদের সঠিক পরিচর্যা করে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলতে পারলে আমরা একটা সুন্দর দেশ ও পৃথিবী গড়তে পারবো।

তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা গেলেই আগামীদিনে একটি সুন্দর ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হলো শিশু। অতএব শিশুদের সঠিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমরা গাফিলতি করলে সেটা হবে সমাজ ও দেশকে অবহেলা করা। তিনি বলেন, বলেন, আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকলে শিশুদের ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ থাকা দরকার। সামাজিক ক্ষেত্রে তারা আলাদা নয়। ভারতে প্রতিদিনে গড়ে ৬৩ হাজার শিশুর জন্ম হচ্ছে। শিশুদের সঠিক সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ দূর করে একটা সুন্দর সমাজ তথা দেশ গড়ে তুলতে হবে। রাজ্য সরকার শিশু অধিকার সুরক্ষায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় শিশুদের নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণে মোট চারটি চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশন চালু রয়েছে। এই চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে ৯৪৭ জন শিশুকে লালন পালন করা হচ্ছে। জুভেনাইল জাস্টিস মেকানিজমের ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য রাজ্যে ৮টি জেলাতে জাস্টিস বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং ৮টি জেলাতে অভাবী বা অনাথ শিশুদের যত্ন, সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে চাইল্ড কেয়ার কমিটিগুলি কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্পনসরশিপ কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের ৪ হাজার ২৩৪টি শিশুর শিক্ষা, চিকিৎসা ও সঠিক পরিচর্যার জন্য পারিবারিকভাবে প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে সমাজে শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার প্রতি আমাদের সঠিক লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমানে রাজ্যে ৮টি জেলাতেই শিশু সুরক্ষায় বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট চালু করা হয়েছে। শিশু বান্ধব ও শিশু সংক্রান্ত বিষয় সময়মতো হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য।

তিনি বলেন, রাজ্যে প্রতিটি জেলাতেই শিশুদের জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। নতুন আরও ২টি ওয়ান স্টপ সেন্টার করা হবে। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের গুণগত শিক্ষার উপর রাজ্য সরকার জোর দিয়েছে। রাজ্যে কয়েক বছরে ২ লক্ষ ২৯ হাজার শিশুকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও পোষণ অভিযানের মাধ্যমে নানা পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটা মডেল শিশু সুরক্ষা অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। রাজ্য সরকারও চায় কোনও শিশুই যেন শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত না হয়। সেই দিশাতেই কাজ হচ্ছে।

কনভেনশনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, প্রতিটি শিশুকে সঠিক শিক্ষা প্রদান এবং তাদের যত্ন সহকারে বড় করে তোলা আমাদের লক্ষ্য। রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে তা করা হচ্ছে। শিশুদের সুরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী মাজুপুষ্টি প্রকল্পে ৫ হাজার টাকা মাসে ও মুখ্যমন্ত্রী মাক্রুপুষ্টি প্রকল্পে ২ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে বিদ্যালয়স্তরে ছাত্রীদের সুবিধার জন্য সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। মহাবিদ্যালয়স্তরে স্কুটি দেওয়া হয়েছে। খেলাধুলার জন্য প্যারাগেমস চালু করা হয়েছে। ২ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তৃপ্তি গোরহা বলেন, ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম সম্পূর্ণ রূপে দূর করতে এবং শিশুদের সঠিক সুরক্ষায় নানা পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছে। পকসো আইন সহ শিশুদের সুরক্ষায় নানা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের এস.সি.পি.সি.আর.-এর চেয়ারপার্সন কৈশ্যাম প্রদীপ কুমার, আসাম এস.সি.পি.সি.আর.-এর চেয়ারপার্সন শ্যামল প্রসাদ সইকিয়া ও ত্রিপুরা চাইল্ড প্রটেকশন চাইল্ড কেয়ার টি.সি.পি.সি.আর.-এর চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা প্রমুখ।

বিহারে তিন পাকিস্তানি জঙ্গির অনুপ্রবেশ রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার

পটনা, ২৮ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন নেপালের সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে তিন পাকিস্তানি জঙ্গি, এমন তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্যজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে বিহার পুলিশ সদর দফতর। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, জইশ-ই-মোহাম্মদ নামক পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সদস্য এই তিন সন্ত্রাসবাদী ইতোমধ্যেই রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তাঁদের নাম হাসনাইন আলি (রাওয়ালপিন্ডি), আদিল হুসেন (উমরকোট), এবং মোহাম্মদ উসমান (ভাওয়ালপুর)। পুলিশ জানিয়েছে, আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে তারা কাঠমাণ্ডুতে এসে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে ১৫ আগস্ট বিহারে প্রবেশ করে।

এই তথ্য সামনে আসার পরই সীমান্তবর্তী সমস্ত জেলায় জঙ্গিদের নাম, ছবি এবং পাসপোর্টের বিবরণ পাঠিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গারেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, হোটেল, বাজার এবং জনবহুল এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা। প্রত্যেক জেলা গোয়েন্দা শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাঠ পর্যায়ে নজরদারি বাড়াতে এবং দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে।

পাশাপাশি, সশস্ত্র সীমা বল জওয়ানদের সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। বিমানবন্দর ও রেলপথ নিরাপত্তা সংস্থাগুলি আগে থেকেই তৎপর ছিল, এবার তাদের আরও বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, "বিহার-নেপাল সীমান্ত বহুদিন ধরেই জঙ্গিদের জন্য সহজ রুট হয়ে উঠেছে। নেপালের সঙ্গে উন্মুক্ত সীমান্ত থাকায় সন্ত্রাসবাদীরা প্রায়শই এই পথ ব্যবহার করে অনুপ্রবেশ করে।"

অন্যদিকে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় রাহুল গান্ধীর চলমান 'বিহার যাত্রা'কে ঘিরেও বিশেষ নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ১৭ আগস্ট সাসারাম থেকে যাত্রা শুরু করা রাহুল গান্ধীকে এখন থেকে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে রাখা হবে, এবং জনসংযোগ কর্মসূচিতে বাড়তি নজরদারি রাখা হবে।

পুলিশ সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশে অনুরোধ করেছে, কেউ যদি কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা আচরণ দেখতে পান, তাহলে অবিলম্বে পুলিশকে খবর দিতে হবে। জনসচেতনতা এবং সতর্কতা এই মুহূর্তে নিরাপত্তা রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

জিবি বাজার এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: জিবি বাজার এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় আজ সকালে। মৃত ব্যক্তির নাম সুজিত ঘোষ(৪৫)। জানা গেছে তার বাড়ি প্রতাপগড় এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে সুজিত ঘোষ নামে ওই ব্যক্তি জিবি বাজার এলাকাতেই থাকতেন, বাজারেই ঘুমাতেন, কাজ করতেন। একপ্রকার ভবঘুরের জীবন অতিবাহিত করছিলেন তিনি। আজ সকাল আটটা নাগাদ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাকে দোকানের বারান্দায় বসে থাকতে দেখে। তিনি জানিয়েছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা বোধ করছেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই দোকানের বারান্দায় মৃত্যু হয় তার। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আকস্মিক সফরে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ আগস্ট: সরকারি অফিস-আদালতে যদি স্বচ্ছতা বজায় না থাকে, তবে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। আর সেই স্বচ্ছ পরিবেশ নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার দুপুরে আকস্মিকভাবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে হঠাৎ পরিদর্শনে যান জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে দেখেন এবং লক্ষ্য করেন যে দীর্ঘদিন ধরে কার্যালয়ের সঠিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষিত হচ্ছে না। এমনকি, 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর আদর্শ, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন, সেই বার্তাও এই কার্যালয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেন'যেখানে স্বচ্ছতা নেই, সেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষিত নয়।'

তিনি জানান, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অফিস কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অপরিহার্য। এজন্য তিনি কর্মচারীদের অবিলম্বে অফিসের প্রতিটি কক্ষে সাফাই-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন।

এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও জানান, আগামী দিনে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সকল কর্মচারীকে নিয়ে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর বিশেষ কর্মসূচি পালন করবেন। তাঁর মতে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অভিযানে সকলে অংশ নিলে তবেই প্রধানমন্ত্রীর বার্তা বাস্তব রূপ পাবে এবং সমাজে এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়া রোগীর পাকস্থলীতে পলিপেক্টমি সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ একের পর এক জটিল রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী ও রোগীর পরিবার-পরিজনদের মুখে হাসি ফুটিয়ে চলেছেন। এমনই এক জটিল রোগের চিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়ে উঠেছেন রোগী। তাতে কোনও ধরনের অজ্ঞান করার ওষুধ প্রয়োগ না করে অর্থাৎ অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়াই এক জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীর পেট থেকে বের করে আনা হয়েছে বিশাল আকারের মাংসপিণ্ড। তাও রোগীর পরিবার-পরিজনেরা প্রায় বিনা খরচেই এই জটিল অস্ত্রোপচারের সুযোগ লাভ করে। এই ধরনের অস্ত্রোপচার কোনও বেসরকারি হাসপাতালে করাতে হলে শুধুমাত্র অস্ত্রোপচার বাবদই কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করতে হতো। গত ৮ আগস্ট আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শুভদীপ পাল সফল ভাবে রোগীর এই জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন।

আগরতলা কুঞ্জবন মালঞ্চ নিবাস এলাকার ৬৩ বৎসর বয়স্ক এক বাসিন্দা দীর্ঘ দিন যাবৎ পেটের যন্ত্রণা সহ শরীরের নানা ধরনের জটিলতায় ভুগছিলেন। এছাড়া তিনি মধুমেহ তথা ডায়াবেটিক রোগেও আক্রান্ত ছিলেন, সাথে উচ্চ রক্তচাপ সহ বৃক্ক তথা কিডনির রোগে গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে ভুগছিলেন এবং গত তিন মাস ধরে উনার ডায়ালিসিস চলছিল। এর মধ্যে গত দুই মাস ধরে উনার হজমের সমস্যা হচ্ছিল। প্রায় দিনই উনি যা খেতেন তাই বমি হয়ে যেত, এছাড়া সব সময় উনার বমি বমি ভাব হত। উনার শারীরিক জটিলতা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। তিনি এই সমস্যাগুলির জন্য বিভিন্ন চিকিৎসককে দেখিয়েছেন। তাতে তেমন কোনও লাভ হয়নি, এমনকি উনার শারীরিক জটিলতার লাঘব হয়নি।

এর মধ্যে সম্প্রতি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালে সুপার স্পেশালিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ শুভদীপ পাল যোগ দেন। গত ১৭ জুলাই তিনি জিবিপি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডাঃ শুভদীপ পালকে দেখান, তিনি রোগীর সমস্যার কথা শুনে উনাকে গত ১৮ জুলাই অ্যান্ডোস্কোপি সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই ডাঃ পাল দেখতে পান যে রোগীর পাকস্থলীর ভেতরে বড়সড় একটি মাংসপিন্ড জমাট বেঁধে রয়েছে। চিকিৎসকের পরিভাষায় যাকে পেডানকুলেটেড পলিপ বলা হয়।

রোগীর পাকস্থলীর ভেতরে এই মাংসপিন্ড পাকস্থলী থেকে দ্রুত অপসারণ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে ডাঃ পাল দ্রুত অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা নেন। সেই অনুসারে ডাঃ পাল উক্ত সমস্যাটি সম্পর্কে রোগী ও উনার স্ত্রীকে জানান এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে রোগীর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক জটিলতা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রোগীর শারীরিক জটিলতার কথা বিবেচনা করে অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে অজ্ঞান করা সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় অস্ত্রোপচারের আগেই অঘটন ঘটে যেতে পারে। এই আশঙ্কার কথা বিবেচনা করে ডাঃ পাল রোগীকে অজ্ঞান না করেই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রোগীর অস্ত্রোপচারের আগে বায়োপসি সহ অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কেননা পাকস্থলীতে এমন মাংসপিণ্ড ক্যান্সারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশেষে গত ৮ আগস্ট দ্বিতীয় বার এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে টানা পঁচিশ মিনিট ধরে রোগীর পাকস্থলীতে পলিপেক্টমি সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন ডাঃ শুভদীপ পাল। উক্ত অস্ত্রোপচারে ডাঃ পাল-এর সাথে সহায়তায় ছিলেন ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সৌরভ শীল, নার্সিং অফিসার সুনম শীল, গোপা দে ও শুক্লা সরকার।

উল্লেখ্য এই অস্ত্রোপচারের এক দিন পরই রোগীকে হাসপাতাল থেকে গত ৯ আগস্ট ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই সফল অস্ত্রোপচারে জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, ডাঃ শুভদীপ পালের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি জানান যে এই ধরনের অস্ত্রোপচার জিবিপি হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোনও বেসরকারি হাসপাতালে বা বহিঃরাজ্যে করালে শুধু অস্ত্রোপচার বাবদই এক লক্ষ টাকার বেশি খরচ হত এবং এর সঙ্গে যুক্ত হত আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ। রাজ্যেই জিবিপি হাসপাতালে প্রায় বিনা খরচে এই ধরনের সফল অস্ত্রোপচারের সুফল লাভ করার ফলে রোগীর পরিবার-পরিজনেরা ডাঃ শুভদীপ পাল সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পুকুর থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি দুর্ঘটনা

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: খয়েরপুর এলাকায় পুকুর থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম অমিত বনিক (৩২)।

জানা গেছে, গতকাল রাত থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। আজ সকালে বাড়ির পাশের পুকুর থেকে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, অমিত জন্ম থেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, গত রাতে সবার অলক্ষ্যে তিনি পুকুরে যান এবং পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। এর ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। সকালে পরিবারের লোকজন পুকুরে রক্তাক্ত দেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। অমিতের মাথায় স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

চুরি যাওয়া গাড়ি ও বাইক উদ্ধার, আটক দুই

আগরতলা, ২৮ আগস্ট : চুরি যাওয়া গাড়ি ও বাইক সহ দুই কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন ওসি পরিতোষ দাস।

ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, গত ২৫ তারিখ বাঁধারঘাট ডুকলি এলাকা থেকে একটি গাড়ি চুরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আজ সেই গাড়ি এবং একটি

সাফাই কর্মী ও বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের বিভিন্ন দাবিতে শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: সাফাই কর্মী ও বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের বিভিন্ন দাবিতে শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা সাফাই কর্মী ইউনিয়ন। এদিনের ডেপুটেশনে সাফাই কর্মী এবং নিরাপত্তাকর্মীদের স্বার্থ সম্বলিত দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয় শ্রম দপ্তরের আধিকারিকের নিকট।

এদিনের এই ডেপুটেশন সম্পর্কে ইউনিয়নের নেতৃত্ব জানান, প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড, হাউসকিপিং ওয়ার্কার্স এবং সাফাই কর্মীদের কাজ বর্তমানে দেশে অন্যতম বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সারা দেশের মতো ত্রিপুরাতেও বর্তমানে ছোট-বড় প্রায় ২৫টি এজেন্সির অধীনে প্রায় ১৬ থেকে ১৭ হাজার কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। মূলত গ্রামীণ এলাকার শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী, বিশেষ করে দলিত এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ এই কাজে অংশ নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হলেন মহিলা কর্মী।এই কর্মীরা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্যক্তিগত আবাসন, ফ্ল্যাট ও বাড়িঘরে কাজ করছেন। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকার পরও তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অভিযোগ, দৈনিক ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হলেও ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয় না। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সময়ে মজুরি আরও অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এজেন্সিগুলি সময়মতো বেতনও প্রদান করে না। আইন অনুযায়ী যেসব সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়া উচিতযেমন ইপিএফ, ইএসআই, গ্র্যাচুইটি, বোনাস, স-বেতনে ছুটিতা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। এই বিশাল কর্মী বাহিনীর জীবনযাত্রার মান রক্ষা করতে ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার দাবি জানানো হয় এদিন। শ্রম দপ্তরকে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে তাদের দাবিগুলো অবিলম্বে পূরণ করার দাবি জানিয়েছেন নেতৃত্বগণ।

চলতি বছরেই শুরু হতে চলেছে পুর নিগম পরিচালিত সিভিল হাসপাতাল: মেয়র

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: চলতি বছরেই শুরু হতে চলেছে পুর নিগম পরিচালিত সিভিল হাসপাতাল। আজ নির্মাণস্থল পরিদর্শন করে একথা জানিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার হাত ধরে আগরতলার জ্যাকসন গেইট সংলগ্ন সিভিল হসপিটালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর আজ মেয়র দীপক মজুমদার হাসপাতালের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শনকালে কাজ কিভাবে হচ্ছে, কেমন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখেন তিনি। মেয়র জানান, কাজ এগিয়ে চলেছে, চলতি বছরের শেষের দিকে হাসপাতালটি চালু করার চেষ্টা রয়েছে। স্থানীয় লোকজন সহ শহর এলাকায় থাকা ব্যবসায়ীরা এই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাদের জিবি বা আইজিএম যেতে হবে না। এদিন মেয়রের সাথে ছিলেন পুর কমিশনার দিলীপ কুমার চাকমা, নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি সহ নির্মাণকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা।

ধর্মনগরে ৭০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার

ধর্মনগর, ২৮ আগস্ট : আজ সকাল আটটা নাগাদ ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কৈলাশহর রোডের আনন্দবাজার নাকা পয়েন্ট থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করল পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই পাচারকারীরা ধর্মনগর-কৈলাশহর জাতীয় সড়ক ব্যবহার করে অবৈধ পণ্য পরিবহন করে আসছিল।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি. জুরিমপুইয়া ধর্মনগর থানার পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে অভিযান চালান। এ সময় একটি বলেরো পিকআপ ভ্যান আটক করে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট। তবে অভিযানের মুখে গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। উদ্ধার করা অবৈধ সিগারেটগুলি ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তর থেকে আদালতে প্রেরণ করা হবে এবং পরবর্তী ধাপে কাস্টমস দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত কয়েক বছর ধরে ধর্মনগর ও পানিসাগর থানার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বার্মিজ সিগারেট পাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সিগারেট বিভিন্ন পথ ধরে রাজ্যের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশে পাচার হয়। আজকের অভিযানে দীর্ঘদিন পর বড় সাফল্য পেল ধর্মনগর থানার পুলিশ। সূত্রে জানা যায়, দামছড়া এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ফলে প্রায়ই গোপন খবর থাকলেও পুলিশ সবসময় পদক্ষেপ নিতে পারে না। পুলিশের এই সাফল্যের খবর পেয়ে ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরে পৌঁছান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা। তিনি জানান, গোপন সূত্রে আগেই খবর ছিল যে আজ সকালে বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট কৈলাশহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। সেই অনুযায়ী পুলিশ নাকা পয়েন্টে অবস্থান নেয় এবং গাড়ি পৌঁছতেই অভিযান চালিয়ে সিগারেট উদ্ধার করে।

বিদ্যুত সরবরাহ ও বণ্টনে বিপুল ক্ষতি, প্রভাব পড়ছে ত্রিপুরাতেও, বিপ্লবের প্রশ্নের জবাবে সংসদে তথ্য দিলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ আগস্ট : সারা দেশে বিদ্যুৎ খাতে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। তাঁর প্রভাব ত্রিপুরাতেও পড়ছে। লোকসভায় সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উত্থাপিত তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ নায়েক দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বন্টন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান জানিয়েছেন। তিনি জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহে ৩.৫৫ শতাংশ এবং বণ্টনে ১৩.০৯ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বিদ্যুৎ একটি সমমনা বিষয়। সেই কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বন্টনের দায়িত্ব মূলত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও তাদের বিদ্যুৎ সংস্থার উপর ন্যস্ত। তিনি জানান, ভারত সরকার ২০২১ সালের জুলাই মাসে পুনর্গঠিত বিদ্যুৎ বিতরণ খাত প্রকল্প (আরডিএসএস) চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলিকে আর্থিক স্থিতিশীলতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পে ২.৮২ লক্ষ কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ, বিশেষ করে স্মার্ট মিটার বসানো এবং বন্টন পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ৫৯৮ কোটি টাকার কাজ অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত ৩১৯ কোটি টাকার কাজ অনুমোদিত হয়েছে। তবে সার্বিক অগ্রগতির তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ প্রকল্পে অগ্রগতি মাত্র -৩০ শতাংশ এবং স্মার্ট মিটার প্রকল্পে -১১.৪ শতাংশ। অথচ ত্রিপুরায় ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ প্রকল্পে অগ্রগতি -৪৯ শতাংশ এবং স্মার্ট মিটার প্রকল্পে -২০ শতাংশ। প্রতিমন্ত্রীর মতে, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দক্ষতা বৃদ্ধি হবে।

এই তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় এখনো উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনাই এখন সময়ের দাবি। এই পরিসংখ্যান থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে বড়সড় ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। ফলে, বিদ্যুৎ ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে গ্রাহকদের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ ফেলছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas